জেল-দর্পণ

 নাটক।

চা-কর দর্পণ নাটক প্রণেতা

শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি নমুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং॥

মোহমুদ্গর।

"এসা দিন নেহি রহে গা"

"কোটী কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় রে নরকের প্রায়
মুহূর্তের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় রে স্বর্গ সুখ তায়॥

'England with all thy faults I love thee still.'

কলিকাতা।
সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট ৫৩ নং ভবন
শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।
১২৮২।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শিবনাথ বাবু	জমিদার।
গোপাল	শিব বাবুর বন্ধু।
তারিণী	ঐ
মধু	ঐ
শ্যামচন্দ্র	দেওয়ানী জেলের কয়েদী।
গোবিন্দচন্দ্র	ঐ
পরাণ	ফৌজদারী কয়েদী।
নিধিরাম ভট্টাচার্য্য	জনৈক চোর।
কেষ্ট ও বেষ্ট	দুই জন পাগল।
তারা	জমিদারের অনুগত।

পাহারাওয়ালা, সার্জ্জন, গোয়েন্দা, দারগা, ইন্সপেক্টর, মাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার, চাপরাসী, জমাদার, নেটিভ ডাক্তার, সিবিল সার্জ্জন, ইন্সপেক্টর, জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, নাপিত।

স্ত্রী।

সুরবালা	জমিদারের স্ত্রী।
বসন্ত	প্রতিবাসিনী।
বিরাজ	শিব বাবুর বেশ্যা।



সুর-বালা।

জেল দর্পণ নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সিমুলিয়া—মুক্তিমণ্ডপ।

(গোপাল ও তারিণী আসীন)

গোপাল। (গুলি খাইতে খাইতে) দেখ বাবা তারিণী খপদ্দার খপদ্দার যেন প্রকাশ হয় না।

তারিণী। তা কি হবার যো আছে। আমার ঐ কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে চিরকালটা কেটে গেল। এই বয়সে কত লোকের সর্ব্বনাশ কল্লুম, কত লোককে খুণ কল্লুম, কত লোকের বউ ঝির দফা রফা কল্লুম, কেহ আমার কিছু কর্ত্তে পারে নাই, আর আজ কি না বাবুর দুই জোড়া শাল আর পাঁচটা হিরের আঙ্গটী আর খানকতক রুপার জিনিস চুরি করেছি বলে ধরা পড়বো? ছিঃ বাবা তুমি একথা বল্লে কি করে?

গোপাল। না তোরে সাবধান করে দিতেছিলাম।

তারিণী। আমাকে তোমার সাবধান করে দিতে হবে না তুমি আপনি সাবধান থাক, তাহা হলেই হলো। আচ্ছা বাবা, তুমি যে জিনিস গুলি গেঁড়া দিয়েছ, তার কত টাকা দাম হবে?

গোপাল। দামের কথা এখন জিজ্ঞাসা করো না, সে সকল লুকিয়ে রেখেছি।

তারিণী। তা তো জান্লুম, তবু আন্দাজ কি একটা নেই। আমার জিনিস গুলির দাম ৫।৬ হাজার টাকা হবে।

গোপাল। ও বাবা, তবে তো তুমি একটী দাঁও মেরেছ, আমি যা গেঁড়া দিয়াছি, তার দাম বড় জোর এক হাজার টাকা।

তারিণী। (স্বহাস্যে) না বাবা, এটী তোমার মিছে কথা। যাক সে সকল কথায় প্রয়োজন নেই, এখন আপনার আপনার কাজ করা যাক এস।

গোপাল। আজ নেসাটা জম্‌চে না কেন?

তারিণী। তবে বুঝি কাল দই খেয়েছিলে?

গোপাল। না বাবা, কাল আমি দই খাই নাই। আজ প্রায় এক মাস হলো, ওপাড়ার ঘোষেদের বাড়ি নিমন্ত্রণ গিয়েছিলেম, সেখানে তারা কোন মতে ছাড়বে না, আমিও খাব না। শেষ এক ফোঁটা দই কপালে ঠেকিয়েছিলুম।

তারিণী। ঠিক কথা তাইতেই নেসাটা জম্‌চে না। আর আমিও তোমার কাছে বসে আছি কি না, সেই জন্য আমারও কিছু আজ হচ্চে না।

গোপাল। না বাবা, আড্‌ডাধারীকে একবার ডাক তো এর বেওরাটা কি জিজ্ঞাসা করি।

তারিণী। এখন থাক্ বাবা। বাবু এলে বলে দিব, তিনি ধরে চাবকালেই এর বেওরা বল্‌বে এখন।

গোপাল। আজ কালকার একটা নূতন খপর শুনেছ?

তারিণী। কৈ না।

গোপাল। আরে ছিঃ। এ খপর তুমি শুন নাই।

তারিণী। কৈ না বাবা।

গোপাল। বরদার নাম শুনেছ? সেখানকার রাজা মলহার রেও ইংলিস রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াইতে গিয়েছিলেন বলে ধরা পড়ে। তারপর অনেক মামলা মোকর্দ্দমা হলো, রাজা বিলাত থেকে একজন ভাল বারিষ্টার, তার নাম ব্যালান্টাইনকে দুই লক্ষ টাকা খরচ কোরে এনেছিলেন। ব্যালান্টাইন দিন রাত্রি ধরে বক্তৃতা কল্লে, তা কিছুতেই কিছু হলো না। ইংরাজদের গোঁ আর বুন স্তুয়ারের গোঁ একই রকম, এ যাবার নয়। রাজাকে কলে কৌশলে রাজ্যচ্যুত করা হলো।

তারিণী। সে কি রকম, বল বল শুনা যাক।

গোপাল। রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ার ভারি মজার লোক তার রাজা হবার ইচ্ছা হয়েছিল, সে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিকট নালিস কল্লে যে, গুইকবার তাকে বিষ খাওয়াইতে গিয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর তাড়াতাড়ি এক প্রোক্লামেসন্ জারি কল্লেন, গুইকবারকে সিংহাসনচ্যুত করে এক শিক্‌লি দিয়ে বাঁধা হলো। ওদিকে কমিস্যন বস্‌লো মোকর্দ্দমা আর নিষ্পত্তি হয় না, তিন জন এদেশীয় রাজা আর তিন জন ইংরাজ কমিস্যনের বিচারপতি হলেন। আর সার্জ্জেন্ট ব্যালান্টাইন আদা জল খেয়ে বক্তৃতা কর্ত্তে লাগ্‌লেন। তা কিছুতেই কিছু হলো না। এখানকার মোকর্দ্দমার রিপোর্ট বিলাতে পাঠান হলো। ষ্টেট সেক্রেটারী বল্লেন গুইকবারকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে না। লাট সাহেব বল্লেন, গুইকবারকে যদি সিংহাসন দেওয়া হয়, তাহা হইলে

আমি কর্ম্মত্যাগ করবো। চারিদিকে হুলস্থুল পড়ে গেলো! হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে লেখা হলো "আমরা শত শত গুইকবারকে পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় শাসনকর্ত্তাকে ছাড়িতে পারি না।

তারিণী। তার পর কি হলো বাবা?

গোপাল। তার পর লাট সাহেব সাঁকের করাতে পড়লেন, যে সকল এদেশের রাজারা কমিস্তন ছিলেন, তাঁরা সকলেই গুইকবারকে নির্দ্দোষী বলেছিলেন। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর গুইকবারকে রাজ্যচ্যুত করিলে পাছে এদেশীয় রাজারা রাগ করেন, সেই জন্য এক কল খাটিয়ে বল্লেন গুইকবার অনুপযুক্ত, ইনি রাজ্য শাসন করিতে পারেন না, ইঁহার উপর সকল প্রজাই অসন্তুষ্ট, সেই জন্য ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা হইল।

তারিণী। বাঃ ইংরাজেরা বড় মজার লোক তো? আর তা না হলেই বা কি করে এতবড় ভারতবর্ষ মুটোর ভিতরে নিয়েছে। যাহা হউক ভারি সুচতুর বল্‌তে হবে।

গোপাল। তা আবার একবার করে বোল্‌তে? আচ্ছা বরদার রাজার বিবাহ হয়েছিল কি করে তা জান?

তারিণী। কৈ না, বল বল শুনি।

গোপাল। আরে তাইতো আমি বল্‌ছিলাম গুইকবার বড় ইয়ার লোক: গুইকবার লক্ষ্মীবাইকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মীবাই বড় সুন্দরী, ইনি একজনের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন, গুইকবার বল পূর্ব্বক লক্ষ্মীবাইকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মীবাইয়ের পূর্ব্ব স্বামী দমফেটে মারা যেতে লাগ্‌লো, নালিস

কর্ত্তে গেলো, তা কি হবে? রাজা কেড়ে নিয়েছে, তার উপর আর কথা নেই। তারির মাস কতক পরেই লক্ষ্মীবাইয়ের এক পুত্র হলো। সকল খপরের কাগজওয়ালারা লিখলেন যে, লক্ষ্মীবাইয়ের পুত্র কখনই রাজা হতে পারবে না। শেষে গবর্ণমেন্ট থেকে হুকুম জারি হলো, অবশ্য রাজ্যাধিকারী হইবে। তখন নিস্তার, লক্ষ্মীবাইয়েরও ধড়ে প্রাণ এলো আর খপরের কাগজওয়ালাদেরও মুখে চুণ কালি পড়লো।

তারিণী! তুমি এসব কোথায় শুনলে?

গোপাল। আর কোথায় শুন্‌লে, আজ কালি যে খপরের কাগজ শস্তা হয়ে পড়েছে, এক পয়সা, তুই পয়সা বড় জোর চারি পয়সা দিলেই একখানি ভাল কাগজ পাওয়া যায়।

তারিণী। আরো দুই একটা গল্প কর, শুনা যাক।

গোপাল। না বাবা, আমার গলা শুখিয়ে উঠেছে, এখন তুই চারিটা ছিটে টানা যাক এস।

তারিণী। সেই ভাল। (উভয়েই গুলি খাইতে লাগিল)

গোপাল। বাতাসার জল দিয়ে নেসা কর্ত্তে ভাল লাগেনা।

তারিণী। একটু সবুর করো বাবু আগে আশুন। কথায় বলে "সবুরে মেওয়া ফলে,,।

গোপাল। আহা, কি জিনিস বাবা প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো।

তারিণী। আমি আর দুই চারিটা ছিটে টানি।

গোপাল। না না, মিছে বাজে নেসা করবে কেন। বাবু এলেই গাঁজা, দিশি ও বিলিতি ব্রাণ্ডি সব রকম হবে এখন। ভরপুর নেসা করে বাড়ি যাব, আর মিছে কতকগুল ছিটে টান্‌লে কি হবে?

তারিণী। বাবু আজ এখনও আস্‌চেন না কেন?

গোপাল! পৃষ্ঠদেশে চপেটাঘাত করিয়া) বড় মশা।

তারিণী। এ কল্‌কেতা সহর বাবা, এখানে মশা হবে না তো কি গঙ্গার ধারে মশা হবে? তবু ড্রেণেজ হয়ে আজি কালি অনেক মশা কমে গেছে। উঃ আমাকেও কামড়াচ্চে (পৃষ্ঠে চপেটাঘাত)

[মধুর সহিত শিবনাথ বাবুর প্রবেশ]

শিবনাথ। আচ্ছা মধু বল দিখিন এ ফল কেমন শস্তা কেনা হয়েছে।

মধু। তা আবার বোল্‌তে, এমন কেউ কখন কেনে নাই, কিন্‌বেও না। এসব মহাশয় কল্‌কেতার অনেক বাবু চিন্তে পারে না, আপনার নাকি অনেক দেখা আছে, তাই চিনে এনেছেন।

গোপাল। মধু দাদা তোমার হাতে কি ফল?

মধু। ভেঙ্গে চুরে বলে না। বুঝে নিতে পার ভালই, না পার বয়ে গেল।

গোপাল। কৈ দাও দিখিন দেখি?

মধু। (ক্রোধান্বিত হইয়া উচ্চৈস্বরে) এ আর দেখে না, দুইটা করে টাকায় বিক্রী হয়ে থাকে।

তারিণী। (জনান্তিকে) ওহে গোপাল, ও বুঝ্‌তে পার নাই, যেমন হাবাচন্দ্র রাজা, তেমনি গবাচন্দ্র মন্ত্রী। পাকা গাব ফল কিনে এনেছেন দুইটা করে টাকায়।

গোপাল। বাবুর এত আস্‌তে বিলম্ব হলো কেন?

শিবনাথ। কাল যে বেঁচে গিয়েছি এই ঢের, এখানে না

এলে মনটা নাকি কেমন কেমন করে, তাই হামাগুড়ি দিয়ে এলেম।

গোপাল। (ব্যস্তে) কেন কি হয়েছিল, কি হয়েছিল?

শিবনাথ। আর কি হয়েছিল, আমার নাকি প্রমাই আছে তাই বেঁচে গিয়েছি। কাল শিঁড়ি থেকে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে গিয়েছিলাম।

তারিণী। আঃ সর্ব্বনাশ! তবে তো শরীর বড় বেদনা হয়েছে?

শিবনাথ। না তা বড় হতে পারে নাই। ডাক্তার এসে বল্লেন তোমাকে আর ঔষধ দিব কি? আউন্স কতক ব্রাণ্ডি খেয়ে ফেল। তা আমি ৩০।৩২ আউন্স আন্দাজ (র) ব্রাণ্ডি টেনে শুয়ে রইলেম।

মধু। এখন সে সকল কথায় প্রয়োজন নেই, সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, হাই উঠতে লেগেছে।

শিবনাথ। দুই চারিটা ছিটে টানা যাক এস

মধু। সেই ভাল। (সকলেই গুলি খাইতে লাগিল)

গোপাল। আহা আমাদের শিব বাবুর কেমন মুখ সেট হয়ে গেছে দেখেছ, এক এক দমে একেবারে আগুণ।

তারিণী। তা আর হতে হয় না, বাবু আমার সঙ্গে পারে?

মধু। তুই থাম্ বাবা। তোর আমাদের কাছে হাতে খড়ি! আগে তুই আমার সঙ্গে লড়াই কর, তার পর আ-মাকে হারাতে পাল্লে বাবুর সঙ্গে।

তারিণী। এখন বুঝি ভুলে গিয়েছ মধু দাদা? সে দিন তোমাকে কেমন নাকাল দিয়েছিলাম, তোমার ছাতা, চাদর

জামা সেই সঙ্গে খানিকটা মাংস পর্য্যন্ত পুড়ে গিয়েছিল।

মধু। আচ্ছা আজ এস। (উভয়ে গুলির লড়াই)

গোপাল। শিব বাবু আপনি একটু পেছিয়ে বসুন, গায়ে আবার আগুণ এসে পড়বে।

শিব। হ্যাঁ সেই ভাল।

গোপাল। আমিও একটু পেছিয়ে বসি।

তারিণী। (উচ্চৈস্বরে) কেমন মধু দাদা এবার হার হয়েছে বল, তা না হলে আমি ছাড়বো না।

মধু। (ব্যস্তে) উঃ হুঃ উঃ হুঃ বেটারা আমায় পুড়িয়ে মারলে। আমার কাপড়ের ভিতর আগুণ গিয়েছে।

শিব। থাক্ থাক্ আর কাজ নেই।

মধু। (স্বক্রোধে) এই নাকে কানে খত, আর কখন লড়াই করব না। বাবা আগুণের সঙ্গে চালাকি।

শিব। ছিটে ছাটা তো টানা গেল, এই বার বড় তামাক খাওয়া যাক এস। তোমরা একবার আমার নাম করে নাও তা হইলেই নেসা হবে এখন।

মধু। হরা হরা বোম্ শিব। আমার কাছে তয়ের করা আছে, বাবু যদি আজ্ঞা করেন, তা হলে আগুণ চড়াই।

শিব। তা আবার বল্‌তে, তা না হলে আমার নামে কলঙ্ক হবে যে।

সকলে। (উর্দ্ধ হাস্য)

মধু। শিব বাবু অগ্রে প্রসাদ করুন।

শিব। দাও তবে (গাঁজায় দম)

তারিণী। গোপাল, মধু আমরাও একবার টানি।

শিব। দেখ বাবা আমার গাড়ির ভিতর দু বোতল ধান্যেশ্বরী আছে, নিয়ে এস শরীরটা গরম করে স্নান করি গে।

মধু। আমি আন্‌চি। (প্রস্থান)

তারিণী। শিব বাবু, ধান্যেশ্বরীটা গ্ল্যাশে ঢেলে খাওয়া হবে না, তা হলে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হবে।

শিব। সে তো ঠিক্।

গোপাল। বাবু, আমাকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করবেন না।

(বোতল হস্তে মধুর প্রবেশ)

শিব। দেখ মধু, একেবারে দুইটী বোতলের ছিপি খুলে ফেল। ও আর গ্ল্যাশে ঢালবার প্রয়োজন নেই।

মধু। সেই ভাল। আপনাকে আদত দিই।

শিব। দাও। তোমাদের একটায় হবে তো, বল?

মধু। আমাদের ঢের হবে।

শিব। তবে খাওয়া যাক। (বোতল ধরিয়া মদ্যপান)

মধু। তারিণী, আমরা এইটী খাই এস। (মদ্যপান)

গোপাল। আমাকে আর পীড়াপীড়ি কর না।

তারিণী। আর ছেনালিতে কাজ কি, খাও। (মদ্যপান)

মধু। গোপাল, আমরা দুজনেই প্রায় শেষ করেছি, তলায় একটু আছে খেয়ে ফেল।

গোপাল। (মদ্যপান)

শিব। স্নান করবার বেলা হলো চল যাওয়া যাক।

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবনাথ বাবুর অন্তঃপুর—সুরবালার গৃহ।

(সুরবালা আসীনা)

সুর। অদৃষ্টের লিখন খণ্ডন করে কাহার সাধ্য? পোড়া বিধি কি আমার কপালে সুখ লেখেন নাই? আমি কি চির-দুঃখিনী হবো? আমা অপেক্ষা যাহারা গাছ তলায় পতিসনে থাকে তাহারা অধিক সুখী। আমার পিতা মাতা বড় মানুষের ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন? সোণা দানা পর্‌বো বলে। তাতে আমার প্রয়োজন কি? লোকে কি তাতে সুখী হয়? আমি এমনি স্বামীর হাতে পড়েছিলাম যে এক দিনের জন্য সুখী হলেম না। আহা! স্বামী গুরু, তাঁর নিন্দা করা বৃথা আমার অদৃষ্টে সুখ নাই তাঁহার দোষ কি? আমার এমনি পোড়া কপাল যে এক দিনের জন্য তাঁর পদ সেবা কর্ত্তে পার্‌লেম না! দূর হক্ ও সকল ভেবে আর হবে কি? কেবল শোক উথ্‌লে উঠে বৈতো নয়। একখানি বই পড়ি—কি বই পড়্‌বো? বীরাঙ্গণা কাব্য; এও ভাল লাগে না। তবে মৃণালিনী পড়ি (পুস্তক পঠন) দূর হক্ এখন আর পড়বো না, মনটা কেমন হলো। তবে একটা গান গাই। কি গাইব?

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

(যাহা) অদৃষ্টে লিখন।
নাহিক কাহার সাধ্য করিতে খণ্ডন॥
দিয়ে পোড়া বিধি, হেন গুণ নিধি,
করেছেন মোর, দুখের অবধি,
বিধি তোরে সাধি, ত্বরা মোরে বধি,
শিতলো দগ্ধ জীবন॥

ছার অলঙ্কার, মণি মুক্তা হার,
বৃথা গৃহ দ্বার, সকলি অসার,
যে করে অহঙ্কার, নাহি তার পার,
বোঝেনা অবোধগণ ॥

(ক্রন্দন) এ সংসারে তো আমার অন্য কোন অসুখ নাই; এক স্বামীর অসুখেই যাবতীয় অসুখ। তা আমি কি তাঁকে পাব না? কেন পাব না, এইবার একবার দেখা পেলে পায়ে ধরে কাঁদবো, তা হলে কি তিনি আমাকে ঠেলে ফেলে দিবেন এমন হতে পারে না।

[গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে শিবনাথের প্রবেশ]

শিব। কি গো পেঁচা মুখী, হুলো মুখী, মাল্‌শা মুখী বই পড়া হচ্চে? বই পড়ে আমায় রাজা করবেন! বই পড়া আবার কিরে ছুঁড়ি? আমি কখন পড়িনে আমার বাবাও কখন পড়ে নাই। তোর আবার এ রোগে ধর্‌ল কেন? কৈ আমার বিরাজও তো কখন বই টই পড়ে না। কি বই পড়চো? পোলের পাঁচালী। (পুস্তক লইয়া দূরে নিক্ষেপ) ও সব আমার কাছে নয় বাবা, দুই এক গ্ল্যাশ মদ খাও, দুই একটা ছিটে ছাটা টান, একটা রকমারী গান গাও, একটু আধটু নাচতে পার, তা হলে তোমায় বুকে করে রাখ্‌বো।

সুর। (পদযুগল ধারণ করিয়া) নাথ, আমাকে এত কটু কাটব্য বল্‌চ কেন? আমি কি অপরাধ করেছি। আমি যে বই খানি পড়ছিলেম, ওখানি তো পাঁচালি নয় মৃণালিনী, তাতে কি দোষ হয়েছে।

শিব। কি বল্‌লে পাঁচালী নয়— ওর নামটা কি বল্লে?

সুর। মৃণালিনী।

শিব। মৃণালি--ইনি। আমার মধু দাদা বলেছে ওখানি পাঁচালির বাবা, তুমিও পড়ে কি করবে? দপ্তরখানায় খাতাপত্র লিখবে, মুহুরি হবে! হা হা হা (হাস্য)

সুর। নাথ, আমায় এত টাট্টা করচ কেন?

শিব। আঃ নাথ নাথ করে গাটা জ্বলিয়ে মারলে, আমাকে নাথি মারবি না কি? নাথ নাথ আবার কি?

সুর। আমার ঘাট হয়েছে আমায় ক্ষমা কর।

শিব। ঘাট হয়েছে, না শিঁড়ি হয়েছে? আ মরে যাই কত রঙ্গই শিখেছেন। আমার বিরাজ কেমন সভ্য, তার বাড়ি যাবা মাত্র বাপান্ত, বসতেই খেংরা, উঠতেই ঝেঁটা, এ কি না ঘরে আসবা মাত্র নাথ। নাথ আবার কি করে বাবা! বই পড়ে বুঝি নাথির বদলে নাথ শিখেছ?

সুর। তোমার মুখে কালিমা পড়লো কেন? অমন কার্ত্তি-কের মত সুন্দর শ্রী বিবর্ণ হয়ে গেল কেন?

শিব আমার মুখে মা কালী পড়লো কেন? আমি কালীর সেবা না করে জল গ্রহণ করি না। তুমি তো জান আমি সকালে উঠেই শিবের আরাধনা, কালীর ভোগ এ সকল না দিয়ে কোন কাজ করি না। আর আগে কার্ত্তিক ছিলেম, এখন ময়ুর উড়ে গেছে বলেই বিবর্ণ হয়ে গিয়েছি।

সুর। তোমার না কি অনেক টাকা দেনা হয়েছে?

শিব। তোর বাবার কি? আমার হয়েছে হইছে, তুমি তো সে দেনা দিবে না, আর তোমার বাপও তো আমার দেনার জন্য দায়ী হবে না।

সুর। কথায় কথায় তুমি বাপান্ত কর কেন? ভাল কথা বল্‌তে গেলে তেড়ে মারতে আস যে?

শিব। এখনতো মারি নাই, ফের যদি ও সকল কথা কবে তা হলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিব।

সুর। মারতে প্রায় বাকি রাখ্‌চ কি না?

শিব। আরে মলো যা, উনি আবার আমায় বুঝাতে আসেন, আমি প্রায় ও সকল বুঝিনে কি না? দেনা হয়েছে, তাতে আমার আর কি হবে। পৃথিবীতে আসা দশ দিনের জন্য, এতে যদি প্রাণের আয়েস মিটিয়ে না লব, তা হলে পৃথিবীতে আসবার দরকার কি? টাকা নিয়ে কে এসেছে, কে বা সঙ্গে নিয়ে যাবে। হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে পারলেই হলো। আরে তুই এ বুঝিসনে ইয়ারকি প্রাণ খুলে দিয়ে মরে গেলেই স্বর্গ লাভ হয়। বাবা জানলে না আমার তো সামান্য বিষয়; কলিকাতার বড় বড় লোক গুল খরচ পত্র করে সুখে কাটিয়ে গিয়েছে।

সুর। সব আমি বুঝেছি, এখন দেনার উপায় কি করবে?

শিব। ঐতেই তো আমার রাগ হয়, দেনার খপরে তোর কাজ কি? আমি ও সকল একবারও মনে আনি না। যতক্ষণ আমার ঘরখানা বাগনখানা, যা কিছু থাক্‌বে আমি প্রাণ খুলে ইয়ারকি দিব। তাতে তোর কি?

সুর। এই সে দিন আমি খাতাঞ্জির কাছে শুনলেম, তোমার চার দিকে দেনা হয়েছে, সর্ব্ব শুদ্ধ প্রায় এক লক্ষ টাকা, এছাড়া জমিদারী বন্ধক আছে।

শিব। এক লক্ষ টাকা, খাতাঞ্জির বাবা কখন দেখেছে?

সুর। (ক্রন্দন করিতে করিতে) তা যাই কর, আমাকে পথের ভিকারী করলে আর কি? আর তুমি তো এখনও বদ চাল ছাড়বে না।

শিব। (নাকি সুরে) আমাদের পথের ভিকারী করলে আর কি? তাতে তোঁমার বাঁবার কি?

সুর। আমার বাবা দুঃখী মানুষ, তাঁরে কথায় কথায় গালি দেও কেন? তিনি তোমার বাড়ি আসেন? না তিনি তোমার কথায় কথা কন?

শিব। তবে তুই এমন কথা বলিস কেন?

সুর। আমি তোমায় কিছু বল্‌ব না। তুমি নেসা ভাঙ্গ আর বেশ্যা বৃত্তি ছেড়ে দাও।

শিব। না তোমাকে আর কিছু বোল্‌তে হবে না, আমি তোমার বক্তৃমা বুঝেছি। তুই মেয়ে মানুষ, বুঝিস কি বলতো? আঃ পোড়া কপাল, উনি আমাকে বোঝান, আমি প্রায় কলসি কি না যে জল দিয়ে বোজাবে, আমি প্রায় ছিটে টানবার কল্‌কে কি না যে জাম্বু দিয়ে বোজাবে।

সুর। আমি তোমার সঙ্গে কথায় পারবোনা এখন বা বল্লেম, তুমি আমার কথা রাখবে কি না, তুমি আমার কথা শুন্‌বে কি না বল?

শিব। (ত্যক্ত হইয়া) আঃ ঐ জন্যই বাড়ির ভিতর বড় আসি না। তোমার নাক্ তুলে তুলে কথা, মুখ বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ঘাড় নেড়ে বক্তৃমা আমার আপদ মস্তক জ্বলে যায়। ওসব কি! দুটা মিষ্ট করে কথা কও একটা ভাল গান গাও, প্রাণ ঠাণ্ডা হক। আর তা না হলে নাক্ তুলে কথা আমার

সহ্য হয় না। মিষ্টি করে যদি তুমি বাপান্ত কর, সেও বরং ভাল লাগে।

সুর। (লজ্জাবনতমুখী হইয়া) ওসক কি কথা বল? আমি এখানে বস্‌বো না উঠে যাই।

শিব। না তা কি আমি বলচি? বল্‌লেও বরদাস্ত হয়:

সুর। নাথ, আমি তোমার পায়ে ধরচি, আমি তোমাকে মিনতি করে বল্‌ছি, নেসা টেসা গুল ছেড়ে দাও। চিরকাল কি এক দশায় যাবে?

শিব। (রাগান্ধ হইয়া) যা যা যা যা, আরে মলো যা আর তোর পায়ে ধরতে হবে্ না। আমি বিরাজের বাড়ি যাই। এক দণ্ড ঘরে এসেছিলুম, তা আমাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খাক করলে। মলো যা, তুই আপনি বুঝগে যা, বই পড়গে যা, চুলয় যা, আমার সঙ্গে বথ কহিতে হবে না। (বেগে প্রস্থান)

সুর। (ক্রন্দন করিতে করিতে) নাথ, আমি কি এত অপরাধ করেছি, কেন তুমি আমার প্রতি এত বিরক্ত হলে। হে বিধি, আমার কপালে কি তুমি এত দুঃখ লিখেছ? এতো যে হবে তা যদি পূর্ব্বে জান্‌তে পারতেম, তা হলে আগেই তার বিধান কর্ত্তেম। যাই একবার দেখিগে। (প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সোণাগাছী—বিরাজের বাটী।

শিব। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) আমার বিরাজমণী, আমার ফেরজা বিবি কোথায়?

নেপথ্য। কে গা ?

শিব। আমি শিব বাবু।

বিরাজ। (স্বগতঃ) তুমি আবার এখানে কেন মর্ত্তে এলে যখন দশ টাকা পেতুম, খাতির রাখ্‌তুম, এখন টাকার সঙ্গে খোঁজ নেই, কিন্তু দু বেলা আসা আছে, আজ আমি স্পষ্ট বলব তুমি আর এখানে এসনা ! (প্রকাশ্য) এদিকে এস।

শিব। আঃ বাচ্‌লুম, তোমায় না দেখ্‌তে পেয়ে আমার প্রাণটা যে এতক্ষণ কি করছিল, তা বোল্‌তেপারি না।

"মনেং তোমায় যে ভাল বাসি। লোক লাজ ভয়ে তা নাহি প্রকাশি ॥"

বিরাজ। আমারও ভাই তাই। একটী কথায় বলে কি—

দেখলে তোমার মুখ ! পাঁচহাত হয় বুখ ॥

শিব। ঠিক বলেছ। এক হাতে কি তালি বাজে বাবা আমি তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভাল বাসি, তুমিই বা আমাকে ভাল না বাসবে কেমন করে !

বিরাজ। শিব বাবু আজ কেন তোমার বিলম্ব হলো ?

শিব। না-না-না।

বিরাজ। বল, না বললে ছাড়বো না।

শিব। এই আজকে বাড়ির ভিতর গিয়েছিলেম। তা সুরি আমার হাতে ধরে পায়ে ধরে কাঁদতে লাগলো, আবার ঘাড় নেড়ে নেড়ে নাক তুলে তুলে কত বক্তৃতা কর্ত্তে লাগলো। আ-মাকে আবার নাথ নাথ বলে গালাগালি দিতে লাগলো, তা আমি নাথি মেরে চলে এলেম। সে বসে বসে কাঁদতে লাগলো আমি মার টেনে দউড়। তা আমি তাকে বলে এসেছি যে, বি-রাজের বাড়ি না গেলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না।

বিরাজ। তা আর বোলতে হয় না বোঝা গেছে। আজ নাথি ঝেঁটা খেয়ে এসেছ, আর এখানে এসে সাওখুড়ি করচ।

শিব। মাইরি বলচি, আমি কখনং মিথ্যা কথা কই না। দেখেছ তো, যে দিন যা হয়েছে তোমাকে সব বলেছি। আজি মিথ্যা কথা কইলাম, এ কি তোমার বিশ্বাস হয়?

বিরাজ। আর তোমার ঠাট করে কাজ নাই, সব বোঝা গেছে, তুমি আমাকে যা ভাল বাস, তা আর ছাপা নেই।

শিব। তোমার পায়ে পড়ি রাগ করো না। তোমার মুখ-খানি ম্লান দেখ্‌লে আমার বুখ ফেটে যায়। আমি কি অপ-রাধ করেছি, তুমি কেন আমার উপর রাগ করলে? আমি সুরর কাছে গিয়েছিলেম বলে রাগ হয়েছে? তা আমি এই দিব্বি করে বল্‌ছি আর কখন যাব না। আমি তো ইচ্ছা করে যাই নাই, সে আমার কাছে এসে কাদতে লাগ্‌লো, তা আমি গালাগালি দিয়ে চলে এসেছি। তুমি যদি আমার কথায় বিশ্বাস না কর, তা হলে আমি তোমার পা ছুঁয়ে দিব্বি করছি।

বিরাজ। আর তোমার পা ছুঁতে হবে না, সব বোঝা গিয়েছে। (মান ভরে উপবেশন)

শিব। ছিঃ ভাই, আমি তোমাকে এত করে বললেম তবু শুনা হলো না তা আমার কি জরিমানা কর্ত্তে হয় কর, আমি তাতেই প্রস্তুত আছি।

বিরাজ। (স্বহাস্যে) তোমার আর কি জরিমানা করবো? আমাকে সেই যে তোমার গলার মুক্তার মালা ছড়াটা দেবে বলেছিলে দিলে না? (গলদেশে হস্ত দিয়া) ভাই, তোমাকে

যে আমি ভাল বাসি তা আর কি বল্‌বো? আমি এতক্ষণ তোমার মন বুঝছিলুম।

শিব। তা কি আর আমি বুঝতে পারি নাই। দেখ বিরাজ বিবি, আমি যে তোমাকে আমার গলার মুক্তার মালা ছড়াটী দিব বলেছিলেম, সেইটী হারিয়ে গিয়েছে। আমি ঘর আতি পাতি করে তল্লাস করেছিলেম পাই নাই। আচ্ছা তোমাকে সেই রকম এক ছড়া কিনে দিব, তা হলেই তো হলো।

বিরাজ। হারিয়ে গিয়েছে বলে মিথ্যা কথা বলবার প্রয়োজন? দেবে না তাই বলো। আমাকে বুঝি তুমি বোকা বুঝিয়ে দেবে? আর কাজ নেই, সব বুঝতে পেরেছি, যাকে মুক্তার মালা পরালে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে, মন খুসি হবে তাকেই পরাওগে। আবার এক ছড়া কিনে দিবে বলে দম্ দিচ্চ! আমরা মেয়ে মানুষ বোকা বটে, তা বলে তোমার দমে আমি ভূলবো না।

শিব। আমি তোমাকে দম দিব? আমি তো ছেলে মানুষ, আমার বাবা এলেও তোমাদের দম্ দিতে পারে না।

বিরাজ। কেন, আমরা কি এমনি ছোট লোক? আমরা বেশ্যা বটে, তবু বাবুদের মাথার মণি। আর দেখ না কেন আমার মা প্রায় ৩০। ৪০ টী দুঃখীর ছেলের স্কুলের মাহিনা, পড়বার বহি, তাহাদের কাপড়, খাওয়া দাওয়ার টাকা দিচ্চেন, আবার সময়ে সময়ে কোন কন্যা ভারগ্রস্ত লোক তাঁকে এসে ধরলে, তারা যাহাতে উদ্ধার হন, তারও টাকা দিতেছেন, কাহারো বাপ মা মরলে মার আমার টাক

দেওয়া আছে। আমার মা দুঃখী বটে, তবু খরচ পত্র করেই ফকির।

শিব। বিবিজান চুপ কর, তুমি আমাকে পরিচয় দেবে তবে কি আমি জান্‌বো? তোমার মার দয়ার বিষয় সব জানি। আচ্ছা তুমি অমন মার মেয়ে হয়ে এত নির্দ্দয় কেন?

বিরাজ। আমি নির্দ্দয় কিসে হলুম?

শিব। আর বোল্‌তে হবে না। আমি তোমাকে এত ভাল বাসি, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে পার না।

বিরাজ। আমরা যে জাত, তাতে রূপচাঁদের চেয়ে কাহাকে ভাল বাসি না। বেশ্যারা কি বাবুদের ভাল বাসে? তাদের টাকাকে ভাল বাসে। টাকা না দিলে ভালবাসা থাকে না।

শিব। ও বাবা, তা আমি জান্‌তেম না। এত দিনের পর আমি জানলেম, আগে জান্‌লে উপকার দেখ্‌তো।

বিরাজ। সে যাহা হউক ভাই, আজি তোমার এখানে থাকা হবে না। আজ সকালে সুন্দর-বাজারের রাজা চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তিনি এখানে রাত্রি থাক্‌বেন। তুমি এই বেলা বাড়ি যাও, তিনি এসে আবার দেখ্‌তে পাবেন।

শিব। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বিরাজ, তুমি আজি আমার মুখের উপর এই কথাটা বল্লে কেমন করে? তোমাকে আমি ৭। ৮ বৎসর ধরে রাখ্‌লাম, তোমার জন্য আমার সমস্ত বিষয়টা ছার ক্ষার হয়ে গেল। আমি তোমারই জন্য পাগল; তোমাকে আমি তো অল্প টাকা দিই নাই, আজ কি না তুমি আমাকে থাক্‌তে বারণ কর। এখন তুমি রাজা রাজড়া পেয়েছ বলে আমাকে পা দিয়ে ঠেল্‌লে। তোমার

জন্য আমার স্ত্রীর সঙ্গে মুখ দেখা দেখি নাই, তোমার জন্য আমার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বিবাদ হয়েছে, তোমার জন্য আমার আত্মীয় স্বজনের নিকট কত তিরস্কার খেতে হচ্চে, তা আজি কি না তুমি আমাকে এত বড় শক্ত কথাটা বল্‌লে। এখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ) ভগবান তুমি না কর্ত্তে পার এমন কার্য্যই নাই, কখন কাহাকে কি করচ কিছুই বলা যায় না। বিরাজ, তুমি কেন আমাকে গলায় ছুরি দিয়ে মেরে ফেল্লে না? তুমি কেন আমাকে দশ ঘা জূতা নাথি মারলে না! তা হলে তো আমি রাগ কর্ত্তেম না। আজ আমাকে এমন নিদারুণ হৃদয় বিদারক কথা বলে কেন পাগল করে দিলে?

বিরাজ। শিব বাবু, আমি যে তোমারই তাই রইলুম, কিন্তু ভাই কি করি বল, আমাদের ব্যবসাই এই রকম। আমরা যাকে ধরি তাকে অল্পে ছাড়ি না। যতক্ষণ না ঘুঘু চরে, যতক্ষণ না ভিটে মাটি চাটি হয়, ততক্ষণ তিনি নিস্তার পান না।

আমাদের এ ফাঁদ।
নয় বালির বাঁদ॥

শিব। বিরাজ, আমাকে পরিত্যাগ করনা, আমি তোমাকে অনেক টাকা দিয়েছি, দেখ তোমারই জন্য আমার এই দুর্দ্দশা হয়েছে।

নেপথ্যে। (উচ্চৈস্বরে) শিব বাবু এখানে আছে? দ্বার খুলে দাও।

বিরাজ। কে গা?

নেপথ্যে। ওয়ারেন্ট আছে, শীঘ্র দ্বার খুলে দাও

শিব। (শশব্যস্তে) বিরাজ, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে ধরিয়ে দিও না। তুমি বল সে এখানে আসে নাই।

বিরাজ। না বাবু আমি সে সব কর্ত্তে পারবো না, তুমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, তা না হলে সার্জ্জন পাহারাওয়ালা এসে আমার ঘরে জ্বালাতন করবে। তুমি যাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

শিব। (বিরাজের পদধারণ পূর্ব্বক) বিরাজ আমাকে রক্ষা কর, তুমি দয়া না করলে আজি আমি মারা যাই। দেখ, আমি তোমার যা করেছি, তুমি তার এক আনা কর।

বিরাজ। বাবা, থানা পুলিসের সঙ্গে আমি মিথ্যা কথা কহিতে পারবো না। এখনি আমাকে শুদ্ধ ধরে নিয়ে যাবে। তুমি বাবু আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও না। তোমাকে কিসের জন্য ধরতে এসেছে?

শিব। দেনার জন্য।

বিরাজ। আর এখন কথায় কাজ নেই, যাও, আমাকে শুদ্ধ আর কেন মজাও, পলাও পালাও। আমার মা যদি এ কথা শুনতে পায়, তা হলে এখনি দ্বারবান দিয়ে তোমাকে বার করে দিবেন। তাতে কি তোমার মান বৃদ্ধি হবে?

শিব। আমার মান এখন ছাই চাপা আছে। (করযোড়ে তোমার পায়ে পড়ি, তোমার মাথা খাই, আমাকে এ যাত্রা রক্ষা কর। আমি তোমাকে এর পর খুসি করবো।

নেপথ্যে। (উচ্চৈস্বরে) বিরাজ, শিব বাবুকে বাড়ি থেকে যেতে বল। দেরি করচ কেন?

বিরাজ। ঐ মা আমাকে বকচে ; তুমি ভাই এখন যাও।

শিব। ভগবান্ তোমার মনে কি এই ছিল ? আমাকে এতদূর অপমান হতে হবে জান্‌লে তার আগেই একটা উপায় করতেম। না আর বল্‌বনা—অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হউক।

(দুই জন পেয়াদার সহিত সার্জ্জনের প্রবেশ)

সার্জ্জন। Well baboo get up.

পেয়াদা। চলিয়ে বাবু চলিয়ে।

শিব। আমি এগিয়ে আছি, চল। বিরাজ তোমার নিকট আমার এই করযোড়ে নিবেদন তুমি আমাকে ভুলিও না। তোমার জন্যই আমার এই দুর্দ্দশা হলো। ভগবান, আমার এত বিষয় দিয়েছিলে, কিন্তু বুদ্ধির দোষে সে সমস্তই নষ্ট হয়ে গিয়াছে। যে হাত দিয়ে শত শত সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করেছি, আজ সেই হাত সামান্য একজন পেয়াদা ধরলে। ইহার অপেক্ষা ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় কি হতে পারে! মনুষ্য মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে না কর্ত্তে পারে এমন কার্য্যই নাই। আমারও তাই হয়েছে। চল——

(বিরাজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

বিরাজ। তাইতো গা, এত বড়মানুষের ছেলে, এত বিষয় সব নষ্ট করে এখন জেলে যেতে হলো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তা ওঁরই বা দোষ কি ? কল্‌কেতার কত বড় লোকের এইরূপ দশা ঘটেছে। যাই একবার ছাদ থেকে দেখিগে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সিমুলিয়া—মুক্তিমণ্ডপ।

(মধু ও তারিণী আসীন)

মধু। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন আমাদের থাকায় না থাকায় সমান কথা হয়েছে।

তারিণী। তাই তো ভাই, এত বড় লোকের ছেলে সামান্য ২০। ৩০ হাজার টাকার জন্য জেলে গেল। যার বাপের নামে বাগে গরুতে জল খেত, যার বাপ একজন দলপতি ছিলেন, বিষয়ের তো সীমা পরিসীমা ছিল না, এমন কি গল্প শুনা গিয়েছে, তিনি দিয়ালে নোট, কোম্পানির কাগজ টাঙ্গিয়ে রাখ্‌তেন।

মধু। তা আবার বল্‌তে, শিব বাবুর বাপের মত বড় মানুষ কল্‌কেতায় ছিল কি না সন্দেহ; আমরা শুনিছি, তিনি মৃত্যুর সময় প্রায় এক ক্রোর টাকার বিষয় রেখে গিয়েছিলেন। আর শিব বাবু এক ছেলে, বিষয়টা ভাগও হয় নাই, কিছুই নয়, কেমন করে এত টাকা উড়িয়ে দিলে?

তারিণী। এক ক্রোর টাকা আর হতে হয় না, তবে হ্যাঁ কিছু অধিক বিষয় রেখে গিয়েছিলেন বটে। শিব বাবু যে দিল্ দরিয়া বোকা লোক, পাঁচ রকমে বিষয়টা লণ্ড ভণ্ড করে, ফেল্‌লেন। প্রথম যে সময় খেলার উপর ভারি ঝোঁক হয়েছিল, সেই সময় হিন্দুস্থানী বেটা কিছু গেঁড়া দিয়েছিল। তার পর বিরাজের পাল্লায় পড়ে বিস্তর টাকা নষ্ট হয়েছিল। বিরাজ তো এক পুরুষে বেশ্যা নয়, ওর মা কত গুলো

বড় লোককে ফেইল করেছে। বিরাজের ও এই হাতে খড়ি। হাতে খড়ি দিয়েই শিব বাবুর দফা রফা করলে। দেখ মধু দাদা, শিব বাবু আমাদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতেন বটে, কিন্তু বিরাজের বাড়ি নিয়ে যেতে বল্লে, তাতে হেঁসে উড়িয়ে দিতেন। আমার বোধ হয় বিরাজ বেটী বারণ করতো?

মধু। তা আবার বলতে—একদিন শিব বাবু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমাকে দেখে বিরাজি বেটির মুখ শুখিয়ে গিয়েছিল। আমার উপর রাগ কত— আমাকে তখন কিছু বোল্‌তে পারে না, কারণ বাবুর সঙ্গে গিয়েছি। আমাকে কিছু বোল্‌লে পাছে বাবু রাগ করেন, এই ভয়ে তখন আমাকে কোন কথা বোলতে পারলে না, তার পর বাবুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফুস ফাস করে কি বোললে আমি তখন কাহাকেও দৃকপাত করি না, দিব্ব করে তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসে আছি। ক্ষণেক পরে শিব বাবু আমার কাছে এল, আমি তখনই বুঝিতে পেরেছি এ আর কিছু নয়, বিরাজি বেটী হয় তো বারণ করে দিয়েছে। শিব আমাকে চুপি চুপি বল্‌লেন মধু দাদা রাত্রি হলো, তুমি বাড়ি যাও। আমি আর কি বলব, আস্তে আস্তে চলে এলেম। সেই দিন থেকে ও বেটীর বাড়ি প্রশ্রাপ কর্ত্তে ও যাই নাই।

তারিনী। দেখ মধু দাদা, তুমি তাই চলে এসেছিলে, আমি হলে সেদিন একটা কাণ্ড করে বসতুম। সে বেশ্যা, আমাকে একটা কথা বলবে তার ক্ষমতা কি? বিশেষ আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছি। আমার বন্ধু যদি আমাকে দশ বা জুতা নাথি মারে, সেও ভাল, তাও সহ্য করতে পারি,

তা বলে কি তার বেশ্যার কথা শুন্‌ব। সে যাহা হউক, আমাদের শিব বাবু তারির ফাঁদে পড়েই যথা সর্ব্বস্বট। নষ্ট করে ফেলেলে। আচ্ছা তুমি শিব বাবুর পরিবারকে দেখেছ? বলব কি ঠিক যেমন লক্ষ্মী-ঠাকরুণ; আহা অমন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করে কি একটা হতভাগা বেশ্যার সঙ্গে আমোদ করে ছার ক্ষার হয়ে গেল। যা বল আর যা কহ, শিব বাবুটা অত্যন্ত বোকা, আর তা না হলেই বা এমন হয়ে যাবে কেন। আমার বোধ হয়, বিরাজো বেটী জিনিস পত্রে আর নগদ টাকায় ৮। ১০ লক্ষ টাকা গেঁড়া দিয়ে থাকবে। যাহা হউক, ধন্য খানকি জন্মেছিল। একটী কাপ্তেনকে ফেইল কর্ত্তে পারলেই বেশ্যারা বড় মানুষ।

মধু। আহা! শিব বাবু আমাকে কত বিশ্বাস করতেন, লোহার সিন্ধুকের চাবি, তোসাখানার চাবি, ক্রিয়া কর্ম্মের সময় ভাঁড়ারি আমাকে ভিন্ন আর কাহাকে বিশ্বাস করতেন না। যখন মাতাল হয়ে পড়তেন, আমি ঘড়ি চেইন জামার পকেটে টাকা কড়ি থাকলে সব তুলে রেখে দিতেম, তার পর যে সময় নেসা কাটিয়ে ঝেড়ে উঠতেন, আমি সেই গুলি তাঁর সম্মুখে ধরে দিতুম। সেই জন্য আমার উপর আরো বিশ্বাস ছিল। শিব বাবুর এমন দুর্দশা হওয়াতে আমার স্ত্রী খাওয়া দাওয়া পরিত্যাগ করেছে। আমি যদি মনে করতুম তা হলে শিব বাবুর সংসার থেকেই লক্ষ টাকার বিষয় করে নিতে পারতুম। আমিই বা এমন কাজ কেন করব? কিন্তু শিব বাবু আমাকে প্রতি মাসে ৫০। ৬০ টাকা করে দিতেন। এখন বাবা, বলব কি নেসা করবার পয়সা পাই না।

তারিণী। এখন বাবা মউতাৎ করা যাক এস। তাইত গোপাল এখনও আজি আস্‌চে না কেন?

মধু। তারির জন্যই তো আমি এতক্ষণ চুপ করেছিলেম, তুমি এখন মনে করে দিলে, আর চুপ করে থাকা যায় না। (গুলি খাইতে আরম্ভ)

তারিণী। শিব বাবুর যে কয়দিন জেল হয়েছে, সেই অবধি আমাদের নেসাটা আর ভাল হয় না। চাট খেতে পাওয়া যায় না, আর নেসাও জমে না। এখন দুই চারিটা ছিটে টানা যাক। (গুলি খাওয়া)

মধু। আমার গোপালের জন্য মনটা কেমন করচে, তাই তো সে আজি কোথায় গেল।

(দ্রুতবেগে গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। আঃ আজ বাবা যে কষ্টটা গিয়েছে, ত আব কি পর্য্যন্ত বল্‌বো।

মধু। আমরা তোমার জন্য ভেবেই অস্থির হয়েছিলাম।

গোপাল। এখন বাজে কথায় কাজ নেই, দুই একটা ছিটে টানি আগে, তার পর সব বলব।

তারিণী। আমরা গোপালকে না দেখলে গোপাল হারা হই। দেখেছ মুখখানি। ও মুখখানি না দেখ্‌তে পেলে প্রাণটা কেমন করে।

মধু। গোপাল আমাদের বড় সজ্জন লোক, আজিও গোপালের সঙ্গে পৃথিবীর কোন লোকের বিবাদ বিসম্বাদ দেখতে পেলেম না, নেসা ভাঙ্গ করে, আপনার আনন্দে আপনি থাকে। শাকেও নেই অম্লেও নেই।

তারিণী। সে বিষয়টার কি হলো ?

গোপাল। আর বাবা—শর্ম্মা যে কাজে যাবেন, তা কি আর কাহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হয় ? কিন্তু দেখ একটী হাজার টাকা লোক্সান হলো। তা মন্দই কি হয়েছে—দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ বিক্রি করতে গেলে প্রায় হাজার টাকাই লোকসান হয়ে থাকে।"

তারিণী। কি নাম সই করলে ?

গোপাল। তা আর তোমাকে শিখাতে হবে না। দিব্য করে শিব বাবুর নাম সই করলুম। একটা বড় সুবিধা করে-ছিলেম, আইডেন্টিফাই অর্থাৎ আমাকে চেনে এমন লোককে জামিন দিতে হয় কি না, তা একজন ইয়ার লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে অম্লান বদনে বল্লে আমি এঁকে চিনি ইহাঁরই নাম শিব বাবু। তারে কিন্তু বাবা কিছু দিতে হয়েছে।

তারিণী। তা হগকে, এখন কার্য্যোদ্ধার হয়েছে তো।

মধু। দেখ বাবা, আমার বকরাটা যেন মারা যায় না। আজ কালি বড় খাঁকতির সময়।

গোপাল। তারিণী, তোমার কি হলো ?

তারিণী।" হবে কি বাবা—নম্বরারি নোটখানা ভাঙ্গিয়ে ফেলিচি। হিরের আঙ্গটী কটা বিক্রি করতে পারি নাই।

গোপাল। আচ্ছা, সে গুল কাল আমাকে দিও, আমি হিন্দুস্থানী জহুরির কাছে নিয়ে গিয়ে বেচে আস্‌বো। জহুরি আমাকে বিলক্ষণ জানে। আর কিছু কম করে ছেড়ে দিলেই তারা বাবা বলে কিন্‌বে শিব বাবুর মহার্ঘ কেনা ছিল।

মধু। এই বেলা যা বেচ্‌তে হয় শীঘ্র করে বেচে ফেল। তা না হলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা। এখনও অনেকে জানে না যে শিব বাবুর জেল হয়েছে।

তারিণী। আরে তুমি রেখে দাও, কার বাবার ক্ষমতা আমাদের ধরতে পারে?

গোপাল। সে যা হউক বাবা, বড় ফিকির করে কোম্পানির কাগজটা বিক্রি করা গিয়েছে। যে রকম চালাকি খেলা গিয়েছে, তাইতেই হলো তা না হলে কোন ক্রমেই হতো না।

(একজন গোয়েন্দা সহ সার্জ্জন ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

গোয়েন্দা। সার্জ্জন সাহেব, এই তিন বেটাই এই খানে বসে আছে। কিন্তু সাহেব আমাকে ভালকরে খুসিকর্ত্তে হবে।

সার্জ্জন। আচ্ছা, আচ্ছা, কুচ পারাও নেই। জমাদার, এই তিন লোককা পাকড়াও।

মধু। আমি কিছুই জানি না বাবা। এরা দুই বেটা শিব বাবুর সর্ব্বনাশ করেছে, কোম্পানির কাগজ হিরের আঙ্গটী সব চুরি করে বিক্রী করেছে। আমি এদের সঙ্গে নেসা করি বটে, চুরি কখনই করি নাই।

তারিণী। হ্যাঁ বাবা, তুমি জান না বই কি? বকরা নেবার সময় নিতে পারবে?

মধু। আমি কেন বকরা নিতে যাব রে বেটারা? তোরা চুরি করেছিস, তোরা তার ফল ভোগ করবি, আমার সঙ্গে তোর এলাকা কি? সার্জ্জন সাহেব আমি তোমার পায়ে পড়ি, আমি কিছুই জানি না আমাকে ছেড়ে দাও।

গোয়েন্দা। না তুমি জান না বইকি, তুমিই তো সর্দ্দার।

সার্জ্জন। নেই নেই জলদি চল।

পাহারা। চল্ চল্ চোট্টা আদ্মি আবি চল। (রুলের দ্বারা আঘাত)

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আলিপুর—দেওয়ানী জেল।

(শিবনাথ, শ্যামচন্দ্র, ও গোবিন্দচন্দ্র আসীন)

গোবিন্দ। (তামাক খাইতে খাইতে) বৃদ্ধ বয়েসে জেলে থাকা বড় ভয়ানক কষ্ট। এ সময় কোথায় বাড়ি থাকবো গঙ্গা স্নান করে দেবতার নাম করবো, তা না হয়ে জেলে পচে মরতে লাগলুম। আর জন্মে কত পাপ করেছিলেম তার ভোগ অবশ্যই ভুগতে হবে। পরমেশ্বর অদৃষ্টে কত কি লিখেচেন, তা কে বলতে পারে।

শ্যাম। এ আবার কষ্ট কি মহাশয়? বলি যাদের দেনা ছিল, তারা তো আর কিছু কর্ত্তে পারবে না। মরবার বাড়া গালি নাই, বেটারা আমাদের জেলে দিলে তাদের দেনা পত্র সব চুকে গেল। যারা দেনার জন্য জেলে দেয়, তারা অত্যন্ত বোকা—কেন না এক তো টাকা ধার দিয়েছে, তার পর কত মোকর্দ্দমা মামলা করে ডিক্রি করলে, শেষ কালে জেলে দিলেই তাদের সব পাওনা চুকে গেল। কেবল যে পাওনা গেল তা নয়, আবার ঘর থেকে রোজ রোজ খোরাকি দিতে হয়। আমি যদি কাহাকে টাকা ধার দিতুম,

আর সে যদি না দিতে পারত, তা হলে কোন শালা তাকে জেলে দিত। জেলে দিয়ে লাভ তো বড়, ঘর থেকে খোরাকি দেওয়া বড় শক্ত কথ।—তার কি? সে যেন শ্বশুর বাড়ি বসে খেতে থাক্‌তো। এ কি বোকার কাজ নয়।

গোবিন্দ॥ হ্যাঁ নির্ল্লজ্জদের পক্ষে বোকার কাজ বটে।

শ্যাম। আরে ছিঃ মহাশয়, আপনি কিছুই বুঝেন না আপনার কষ্টটা কি হচ্চে বলুন না? দিব্য পার উপর পা দিয়ে বসে বসে খাচ্চেন, গল্প গুজব কচ্চেন, এক রকম না রকমে দিন কেটে যাচ্চে। তাতে আপনার লাভ বই লোকসান নাই। বলি—ঘরের খোরাকির টাকাটা তো বেঁচে যাচ্চে। পরমেশ্বরের নাম ঘরে বসে করতে পারতেন, আর এখানে কি করা হয় না? বরং ঘরের চেয়ে এখানে আরো হয়। একে নির্জ্জন, তাহাতে আবার কষ্টে পড়লে ঈশ্বরের উপর অধিক ভক্তি হয়।

গোবিন্দ। যা বলেচ সব সত্য। কিন্তু তোমাকে বুঝাতে আমার বাবা এলেও পারবে না।

শিব। শ্যাম, তুমি থাম। বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে তোমার তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন কি? উনি যা বুঝবেন, তাই করবেন তুমি যা বুঝেচ তাই কর।

শ্যাম। হ্যাঁ ভাই সেই ভাল।

শিব। মনটা বড় আমার খারাপ হয়েছে। আহা! বিরাজের জন্যই প্রাণটা ধড় ফড় করে। আমি তাকে কত ভাল বাসতেম, এমন পৃথিবীতে কাকেও ভাল বাসতুম কি না সন্দেহ। তাও বটে, আর আমার বাপের এত বড় নাম, তা

আমা হতেই ডুবে গেল, এও অল্প দুঃখের কথা নয়। ভগবান কাকে কি করেন, কিছুই বলা যায় না। আমার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, আজ আমি কি না সামান্য ৪০। ৫০ হাজার টাকার জন্য জেলে রইলেম। আমাকেই ধিক্।

শ্যাম। "চিরদিন কখন সমান না যায়"। ভগবানের কলই এইরূপ, কাহাকে ভাঙ্গচেন কাহাকে গড়চেন, তাতে তোমার আমারই দোষ কি বল?

শিব। মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে। শ্যাম তুমি একটী গান গাও। আমার সেই বিরাজের গানই মনে পড়ে। আহা! সে কি চমৎকার গান গাইত।

শ্যাম। আমার তো ভাই তোমার বিরাজের মত গলা নেই, এ তোমার ভাল লাগবে কেন?

শিব। তামাসা নয়, একটা গান গাও।

শ্যাম। তবে গাই কিন্তু ভাই আমার গলা ভাল নয় সে অপরাধ লইও না।

রাগিণী সিন্ধু—আড়াঠেকা।

চুরি করা যে লাঞ্ছনা, বুঝিয়ে অনেকে বুঝে না।
আমিও আগে জানি না, হইবে এমন ঘটনা॥
মহাজনে দিয়ে ফাঁকি, মহত হইব না কি,
কপালেতে আছে বা কি, ধর্ম্ম ভিন্ন কেহ জানে না॥

শিব। ভাই শ্যামচন্দ্র, এ দিব্য গান হয়েছে। আর এর ভাবটীও সুন্দর।

শ্যাম। আমাদের তো আর রিতীমত শিক্ষা করা নয়, তবে পাঁচ জনে গায়, আমিও তাই দেখাদেখি শিখিছি।

শিব। ভাই, আমার বড় মনে লেগেছে, তোমাকে আর একটী গান গাহিতে হবে। তোমার গলাটী বেশ সুমিষ্ট।

শ্যাম। সে যা তোমরা বল নিজ গুণে; আমার যা গলা, তা মা গঙ্গাই জানেন।

শিব। তামাসা নয় আর একটী গাও। আর কোন্ শালা তোমাকে আজ গান গাইতে বোল্‌বে?

শ্যাম। তবে গাই—

রাগিণী মুলতান—আড়াঠেকা।

অহরহ ভেবে মার টাকার কারণ।
পরের টাকা থাকে যদি হয় মন জ্ঞান॥
অন্যে ধন পাব কিসে, ক্যরে বাল মেসো পিসে,
তাহাতে নাহক করি মান অপমান॥
মিছামিছি বাবুগিরি, করিয়াছি ঝকমারি।
বেশ্যা মদে অপব্যয়, হইয়া অজ্ঞান॥

গোবিন্দ। বেশ্ বেশ্ আমি আগে যাহা ঠাহরেছিলেম, তা নয়, শ্যামের গুণ আছে। ধর্ম্ম ভয় টুকুও আছে, আমি শুনে বড় খুসি হয়েছি।

শিব। আহা! ভাই আগে যদি এ গানটী শুনতেন, তা হলে অনেকটা বুঝতে পারতেন। শ্যাম, তুমি এটীতো গান গাহিলে না, পাকে প্রকারে আমাকে গালাগালি দিলে।

গোবিন্দ। গালাগালি দিবে কেন? যথার্থ কথা বল-লেই লোকের গালি হয়। তুমি যদি বাবু এই সব আগে বুঝতে, তা হলে কি তোমার বিপুলার্থ নষ্ট হতো?

শিব। হঁ্যা মহাশয় তার ভুল কি আছে? (শ্যামের প্রতি)

ওহে দেখ দিখিন চাকরটা ডিপে করে আফিং দিয়ে গেছে কি না? বাবা, ব্রাণ্ডি খেয়ে পেট চড়া পড়ে গিয়েছে, আজ যদি আফিং না খাই, তা হলে মারা যাব যে। অমনি মশারির ভিতর বালিসের পাশে ব্রাণ্ডির বোতলটা দেখ।

শ্যাম। (ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া) শিবনাথ বাবু, আফিং অনেক আছে। ব্রাণ্ডি আধ বোতলটাক রয়েছে।

শিব। আফিংয়ের কৌটটা দাও।

শ্যাম। এই নাও।

শিব। বাঃ সব দিলে যে, তুমি যতটুকু খাবে, নাও।

শ্যাম। আমি বড় অধিক খেতে পারি না। তবে একটু নিই (অহিফেন গ্রহণ)

শিব। আমার একটু বেশী না খেলে চলে না।

শ্যাম। আমি ভাই আগে বড় ব্রাণ্ডি খেতে পারতুম, এখন আর তত খেতে পারি না।

শিব। এই বেলা ব্রাণ্ডির বোতলটা বার কর। একটু একটু টেনে লওয়া যাক। এরপর আবার পাঁচ বেটা আসবে, জেল-ইন্সপেক্টর আসবে, তা হলে সব দিকে বাগড়া পড়বার সম্ভাবনা।

শ্যাম। হ্যাঁ। ঠিক বলেছ। (ব্রাণ্ডির বোতল গ্রহণ)

শিব। পাঁচ আউন্স পাঁচ আউন্স ঢেলে ফেল, ঝাঁ করে টেনে লওয়া যাক।

শ্যাম। এই নাও, তুমি আগে খাও।

শিব। দাও. (মদ্যপান)

শ্যাম। গোবিন্দ বাবুকে দিব একটু? (মদ্যপান)

গোবিন্দ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, মদ্যপান কিরে হতভাগা বেটারা, তা আবার আমাকে দেবে? আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, সন্ধ্যা আহ্নিক করি; আমি মদ খাব। আমাদের পরিণামদর্শী মুনিরা যাহা বলে গিয়েছেন, তাহা কদাচ অন্যথা হবার নয়। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছেঃ—

অন্নানাং নিয়মো নাস্তি, যোণীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বে ব্রহ্ম বাদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তেতু কলৌযুগে॥

ভবিষ্যদ্বক্তা প্রাজ্ঞ ঋষিগণ কহিয়াছেন, কলিযুগে অন্ন ও ক্ষেত্রের বিচার থাকিবে না। সকলে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া বেড়াইবে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পথেও গমন করবে না।

শিব। যা বলেছেন, মহাশয় ঠিক কথা। আমাদের মুনিরা যাহা বলে গিয়েছেন, তার কি অন্যথা হবার যো আছে? তবে মহাশয় আমাদের অপরাধ কি?

গোবিন্দ। ছিঃ বাবু, তুমি বুদ্ধিমান হয়ে এমন কথা বল্‌লে তোমার মুখে এমন কথা শুনে বড় দুঃখিত হলাম। আর এক স্থলে লিখিত হয়েছেঃ——

নানুপচ্ছন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদর পরায়ণাঃ।
বেদবাদরতাঃ শূদ্রাঃ বিপ্রাঃ যবন সেবিনঃ॥
সচ্ছন্দাচারিণঃ সর্ব্বে বেদমার্গ বহিস্কৃতঃ।
ম্লেচ্ছোচ্ছিষ্টান্ন ভোক্তারঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছা কলৌযুগে॥

"সকলেই শিশ্নোদর পরায়ণ হইবে, শূদ্রগণ বেদ পাঠে রত হইবে, বিপ্রগণ যবন সেবায় আসক্ত হইবে, সকলেই প্রায় বেদমার্গ বহিস্কৃত হইয়া ম্লেচ্ছোচ্ছিষ্টান্ন ভোজন পূর্ব্বক ম্লেচ্ছ হইবে।" এক্ষণে সেই ভবিষ্যৎ বাণীর সার্থকতা সম্পাদিত হয়েছে।

শ্যাম। আর বাবা, তোমার সংস্কৃত বুক্‌নি ঝাড়তে হবে না, আমরাও সকল জানি।

গোবিন্দ। দূর ম্লেচ্ছ বেটা! তোদের কাছে বস্‌লে পাপ হয়, নরকগামী হতে হয়। (প্রস্থান)

শিব। শ্যাম, তুমি ব্রাহ্মণকে রাগিয়ে দিয়ে ভাল কাজ কর নাই। ও বেটা এ সকল কথা প্রকাশ করে দিতে পারে।

শ্যাম! প্রকাশ করলেই তো সব হবে। জেল ইন্সপেক্টর দারগা, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সকলের সঙ্গে আলাপ রয়েছে।

শিব। আজ চাকর বেটাকে একটা মেয়ে মানুষ আন্‌বার জন্য বলেছি।

শ্যাম। কি করে আন্‌বে?

শিব। সে সকল বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। ছুঁড়িকে বেটা ছেলের কাপড় পরিয়ে আন্‌বে, আর এদিক ওদিকে দুই পাঁচ টাকা খরচ করলেই হবে এখন।

শ্যাম। হা হা হা (উচ্চ হাস্য) আজ বাবা পাথরে পাঁচ কিল। শিবনাথ বাবু, তুই বাবা বেঁচে থাক। তোর সার্থক জীবন, তুই জেলে এসেছিলি, তাই জেল পবিত্র হবে। চল আমরা একটু বেড়াইগে (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আলীপুর—ফৌজদারী জেল।

(জেল দারগার সহিত গোপাল, তারিণী ও মধুর প্রবেশ)

দারগা। তোম্রা এইখানে কাপড় চোপড় ছেড়ে রাখ

তারিণী। কাপড় ছেড়ে রেখে কি পরবো ?

দারগা। (বিরক্ত হইয়া) অ্যাঁ কাপড় ছেড়ে রেখে কি পরবেন, প্রায় শ্বশুর বাড়ি এসেছেন কি না, ধুতি চাদর পরে ফুল বাবু সেজে বেড়াবেন। আর বাক চাতুরিতে কাজ নেই, শীঘ্র শীঘ্র কাপড় ছেড়ে ফেল।

গোপাল। দাও না মশাই, কি পরবো ?

দারগা। তোমার জন্য ফরেসডাঙ্গার কাপড় কুঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কেমন তা হলেই তো সন্তুষ্ট। আরে মর হতভাগারা নেঙ্গট পর না।

মধু। ও বাবাঃ, ও পরলে যে এক প্রকার উলঙ্গ হয়ে থাকতে হয়। বোধ করি আধ গজ কাপড়ের তয়েরি হবে। ওযে কপ্‌নির বাবা।

দারগা। তোরা তো ভারি বাবু দেখ্‌তে পাই। নেঙ্গট পরতে পারবে না. সিমলার কি ফরেসডাঙ্গার ধুতি এনে তোমাদের দিতে হবে ? যদি প্রাণে এত সাধ আছে, তবে চুরি কর্ত্তে গিয়েছিলে কেন ? সে সময় এসকল মনে হয় নাই যে গবর্ণমেন্টের জেল আছে, সেখানে পাথর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ঘানি টান্‌তে টান্‌তে, কল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে মুখে রক্ত উঠতে থাক্‌বে।

মধু। বাবা কখন চুরিও করি নাই, জেলও কখন দেখ্‌তে হয় নাই। গোপাল আর তারিণীর সঙ্গে থেকে আমার এই দুর্দ্দশা হয়েছে।

দারগা। জান না চোরের সঙ্গে থাক্‌লে চোর হতে হয়।

তারিণী। তবে তুমি কি ?

দারগা। আমি কি তা জান না? (রাগান্ধ হইয়া গণ্ড-দেশে দুই চপেটাঘাত) আমার সঙ্গে চালাকি যুড়ে দিয়েছ? এতক্ষণ ভাল মানুষি করে কথা কহিছিলেম বলে আমার রাস পেঙ্গে নিয়েছ?

তারিণী। কেন, আমি মন্দ কি বলেছি?

দারগা। আবার ফের তর্ক হচ্চে? যখন আ- াগোড়া বেত মারবো, তখন বলবে হ্যাঁ বাবা ঠিক হয়েছে। ইন্সপেক্টর সাহেব এখনি আসবেন এদিকে, তোমরা কাপড় ছেড়ে ফেল।

মধু। আচ্ছা বাবু, সেই তো কর্ত্তে হবে, তবে আগে করাই ভাল (ন্যাঙ্গট পরিধান)।

গোপাল। আমিও রাখাল বেশ পরিধান করি। (পরিধান)

দারগা। (তারিণীর প্রতি) তুমি বেটা কিছু বেশী বাবু বটে? এখনও যে কাপড় ছাড়া হচ্চে না? (মুষ্টাঘাত)

তারিণী। কই দাও মাথ. মুণ্ডু পরচি (পরিধান)

দারগা। দেখ দিখিন এখন কেমন মানিয়েছে। ঠিক যেমন কৃষ্ণের সঙ্গে রাখালেরা গরু চরাতে এসেছে।

গোপাল। (স্বগতঃ) আঃ মরে যাই, উনি কৃষ্ণ ঠাকুর হবেন।

মধু। হ্যাঁ দারগা মহাশয়, তোমার কাছে, আমার একটী নিবেদন আছে। আমাকে অন্য কোন কাজ দিও না, আমি পারবো না, আমাকে মেথরের কাজ দাও তো বড় ভাল হয়। তোমার পায়ে পড়চি, আমি তাহা হলে মারা যাব। (হস্ত যোড় করিয়া) আমাকে অন্য কাজ দিও না।

দারগা। তুমি ভদ্র লোকের ছেলে দেখ্চি, মেথরের কাজ করবে কি করে?

গোপাল। আমার পক্ষে সেও ভাল। কলে কিম্বা ঘানি গাছে কাজ কর্ত্তে গেলেই সদ্য সদ্য মারা যাব। মেথরের কাজ নিলে বরং একটু বিশ্রামের সময় পাব।

দারগা। আচ্ছা, তা যা হয় দেখা যাবে। এখন তুমি ও দিকে যাও।

গোপাল। তুমি শ্রীজীবী হও। আমাকে যে তুমি মেথ-রের কাজ দিলে বড়ই ভাল হলো, আমি এ যাত্রা বাঁচলেম দারগা মহাশয়, তবে আমি এখন ওদিকে চল্লাম (প্রস্থান)

দারগা। তোমরা কল ঘরে চল।

(পট পরিবর্ত্তন কল-ঘর)

মধু। ও বাবা এ আবার কিরে ?

দারগা। এই তোমাদের শ্রীমন্দির, এইখানে তোমাদের কিছু দিনের জন্য লীলা খেলা করতে হবে। তারপর এখান থেকে উতরে যেতে পার, তা হলে আবার অন্য কর্ম্ম পাবে। আর না হলেই এই খানে তোমাদের গয়া গঙ্গা বারাণসী।

তারিণী। আচ্ছা দেখা যাক্ তো।

দারগা। তোমরা কাজ কর আমি আসছি। (প্রস্থান)

মধু। বাবা, তোদের মনে কি এই ছিল ? আমি চুরি করিনে ডাকাইতি করিনে, আমাকে তোরা কেন ধরিয়ে দিলি।

তারিণী। ভাই, আমাদের দোষ কি ? মোকর্দ্দমার সময় যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব শিব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি যদি সে সময় আমাদের দোষ কাটিয়ে দিতেন, তা হলে অনায়াসেই সকল গোল চুকে যেত। তাঁর ইচ্ছা, তিনি জেলে এসেছেন, তাঁর বন্ধুবর্গ সকলেই জেলে আসুক।

মধু। তাই তো ভাই, শিব বাবু এত বড় লোকটা, আর এই সামান্য কয় হাজার টাকার জন্য তাঁর যত ক্ষতি হলো। তোমরা যে কোম্পানির কাগজ আর নোট শিব বাবুর নাম সই করে বিক্রি করেছিলে, শিব বাবু যদি বল্‌তেন যে আমি সই করে বিক্রি করেছি, তা হলেই কাজ সাফাই হয়ে যেত। তা আর তিনি বোলতে পারলেন না।

তারিণী।। ওহে কথাটা কি জান, যখন একটা হনুমানের মুখ পুড়েছিল, তখন সে সকল হনুমানের যাতে মুখ পুড়ে যায়, তার জন্য সীতা দেবীর কাছে বর চাহিয়াছিল।

মধু। ঠিক বলেছ। সে যাহা হউক, গোপাল মেথরের কাজ কর্ত্তে স্বীকার করলে কেন?

তারিণী। মধু দাদা, তুমি তো বোঝন, ও এ যাত্রা বেঁচে গেল, আমাদের মত তো উহাকে কল্ ঠেল্‌তে হবে না। তুমি আজ এসেছ, তাই বলচ ও কথা। ভাই আর পাঁচ দিন বাদে বোল্‌তে হবে যে আমিও যদি গোপালের মত মেথরের কাজ নিতুম, তা হলে হতো ভাল। মেথরের কাজে একটা সুখ আছে। সকাল বেলা একটু খেটে খুটে সমস্ত দিন বিশ্রাম করতে পাওয়া যায়।

মধু। না বাবা, এ কাজ করে যদি মরে যাই সেও ভাল, তবু ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে নরক ঘেঁটে বেড়ান ভাল নয়। একটী কথায় বলে কি জান স্বর্গ আর নরক ভোগ করতে হয়, তা বাবা মরিলে কর্ত্তে হয়।

(ইন্সপেক্টর সাহেবের প্রবেশ)

ইন্স। তোমলুক কিয়া কাম করতা?

মধু। সাহেব আমার বড় জ্বর হয়েছে।

ইন্স। ও বাৎ হাম শুনেগা নেই। আমার যেতনা কাম হ্যায়, সব সাফাই কর দেও।

মধু। সাহেব, আমার বড় জ্বর হয়েছে, বরং তুমি আমার হাত দেখ আমার এমনি তৃষ্ণা পেয়েছে যে বুকের ছাতি ফেটে যাচ্চে, বুক শুকিয়ে গিয়েছে।

ইন্স। নেই নেই হাম শুনেগা নেই।

তারিণী। সাহেব, ও মিছে কথা কচ্চে না, প্রকৃতই জ্বর হয়েছে, একটু জল খেতে চাচ্চে, তাতে আপনি বারণ কর-চেন কেন?

ইন্স। (তারিণীর প্রতি) দেখি কেত্তনা কাম হুয়া।

তারিণী। সাহেব আমার আজ বড় অধিক হয় নাই। আমাদের আজ নূতন দিন, শিখতেই পাঁচ দিন যায়।

ইন্স। হাঁ হাঁ হামি সম্‌জা। তোম্‌ বড় চালাক্‌ আদমি তোমবি কাম করেগা নেই, আউর ওসকোবি কাম্‌ করণে দেগা নেই।

তারিণী। সাহেব তো ক্ষুব বুজ্‌তে পেরেছেন। ও বেচা-রির জ্বর হয়েছে, ওকে একটু জল পর্য্যন্ত খেতে দেবে না, এ তো বড় মজার কথা দেখ্‌তে পাই।

মধু। (যোড় হস্তে) সাহেব তোমার পায়ে পড়ি একটু জল খেতে দাও। আমাকে যদি জল খেতে না দাও, তো আমি এখনি মারা যাইব। আমার ছাতি শুখাইয়া গিয়াছে; এই দেখ সাহেব আমার মুখে আর কথা বাহির হয় না। সাহেব, তুমি ধর্ম্মরাজ! তুমি ধার্ম্মিক চূড়ামণি, তোমার

শরীরে দয়া মায়ার লেশ নাই, ইহা কেহ কখন বিশ্বাস করিবে না।

ইন্স। নেই নেই হাম তোমারা বাৎ শুনেগা নেই। তুমি কাম্ বাজাও।

তারিণী। সাহেব, তোমাদের শরীরে তো বড় দয়া, তোমাদের এ গালে চড় মারলে না ও গাল পেতে দাও? এদেশের লোকেরাও বলে, আর সকল দেশের লোকেই বলে, ইংরাজদের মত দয়াশীল আর এ জগতে নাই। তাইতে বুঝি তোমার দয়া প্রকাশ হচ্চে? এক গ্লাশ জল খেতে কত সময় নষ্ট হয়। (বিকৃত স্বরে) ইন্সপেক্টর সাহেব নেমকহারাম নন, গবর্ণমেন্টের মাহিনা খান, জল খেতে সময় নষ্ট হবে, এ কি তিনি চক্ষের উপর দেখতে পারেন?

ইন্স। you stupid brute; আমি তোমার lecture শুনতে আসবে না। ইংরাজ লোকদের দয়া ছিল না ছিল, তোমারা কেয়া হুয়া। তুমি কাম করেগা নেই, বৈঠা বৈঠা খাগা। (চাবুকের দ্বারা প্রহার)

মধু। (স্বগতঃ) সাহেব ওদিকে গিয়েছে, এই বেলা কল্সি থেকে একটু জল ঢেলে খেয়ে ফেলি।

(গাত্রোত্থান করত জলপানে উদ্যত)

ইন্স। (বেগে আসিয়া) কিয়া করতা? স্যুয়ার তোম হামকো জান্তা নেই? (জলের গ্লাশ কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ)

মধু। সাহেব, আমার প্রাণ যায়, তুমি যদি এক ছটাক জল খেতে দিতে তা হলে ঠাণ্ডা হতেম। সাহেব তুমি যেমন

আমার মুখের জল কেড়ে নিয়েছ, ভগবান যেন তোমার তেমনি জল কেড়ে নেন।

ইন্স। আমি জলদি আওয়েগা, তোমলক্‌কা দুই এক রোজমে সিধা করেগা। (প্রস্থান)

তারিণী। সাহেব বেটা কি পাজি, আমাকে এমনি মেরেছে যে আমার পিটটে দুই আঙ্গুল ফুলে উঠেচে। ও বাবা, আমাদের উপর এর মধ্যে এই রকম আরম্ভ করলে, এর পর কি করবে, তা তো বুঝতে পারচি না। অদৃষ্টে কত দুঃখ আছে তা ভগবানই জানেন।

মধু। আমাদের এখানে বড় অধিক দিন রাখবে না, অন্য স্থানে বদলি করবে। তা হলে বাঁচব, ও যে রকম ইন্সপেক্টর সাহেব, এর কাছে এক মাস থাক্‌তে হলে এই হাড় কখানা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তারিণী। ও বাবাঃ, লোকের পিপাসা পেলে একটু জল খেতে দেয় না, এ বড় অল্প দুঃখের কথা নহে।

মধু। তাই তো ভাই, আমি একটু লুকিয়ে জল খেতে গিয়েছিলেম, বেটা আমার হাত থেকে গ্লাশ ছুড়ে ফেলে দিলে, ঐ দেখনা গ্লাশটা ভেঙ্গে কুচি কুচি হয়ে গিয়েছে। তাই তো কি করে জল খাব? (কল্‌সি ধরিয়া জলপান)

তারিণী। লোকে বলে জেলে এখন অত্যাচার নাই। ও বাবাঃ এটা কর্ম হলো কি? যারা জানে না, যারা ইংরাজদের দোষ দেখতে পায় না, তারাই বলে।

মধু। আহা! আমার জন্য তোমাকে বেত্রাঘাত খেতে হলো। বাবা, একেবারে দকড়া দকড়া হয়ে ফুলে উঠেচে

ভাই আমি শুনেছিলেম, জেলে এখন আর বড় মারধর করে না, কয়েদির দ্বারা কাজ কর্ম্ম করিয়ে নেয়। তা কি এই রকম না কি ?

তারিণী। এজেলে আমরা থাক্‌তে পারবো না। এখান থেকে আমাদের শীঘ্র বদলি করে, তা হলে বাঁচি।

মধু। হ্যাঁ তুমি খেপেছ নাকি, এর মধ্যে বদলি করবে, এই তো আমাদের কলে দিয়েছে, এর পর ঘানিতে দেয় কি। কি করে কিছুই বল্‌তে পারি না।

তারিণী। বাবা, জেলের মধ্যে ঘানি টানা আর ট্রেড-মিলে কাজ করা, এর অপেক্ষা অধর্ম্ম আর নাই। ট্রেড-মিলে কাজ কর্ত্তে দিলে আর জ্ঞান থাকে না। সকালে যে মানুষটীকে দেখিয়েছিলাম, তুমি জিজ্ঞাসা করলে তার পাটা পচে গিয়েছে কেন ? আমি তোমাকে তখন সে কথার উত্তর দিতে পারলুম না। তার কি হয়েছে জান ? তাকে ট্রেড-মিলে কাজ কর্ত্তে দিয়েছিল, তাই তার পা দিয়ে রক্ত পড়ে পড়ে শেষকালে ঘা হয়েছে।

মধু। বাবাঃ, নমস্কার আমাকে ঐ কাজে দিলে আমি সদ্য সদ্য মরে যাব।

তারিণী। জেলখানায় ঘানিগাছ আর ট্রেড-মিলের মত কষ্ট দায়ক শাস্তি আর পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ।

মধু। গবর্ণমেন্টের পায়ে নমস্কার। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। চল একবার ওদিক্ দেখে আসি।

তারিণী। চল। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যশোহর জেল।

(গোপাল ও পরাণের প্রবেশ)

পরা। তুমি বদলি হয়ে এসেছ নাকি ?

গোপা। সে দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর। আমি মিছামিছি ধরা পড়ি, আমাকেও চোরের সঙ্গে চোর করে কল্‌কেতার শেসন থেকে পাঁচ বৎসর মিয়াদ হয়েছে। এতদিন আলিপুরে ছিলেম, সেখানে বড় অধিক দিবস রাখ্‌লে না, এইখানে বদলি করে দিয়েছে।

পরা। আমার ভাই ছয় মাস হয়েছে। আমাকে বোধ করি অন্য দেশে বদলি করবে না, আমার বাড়িই এইখানে যদি আমাকে বদলি করে, তাহা হইলে বোধ হয় নড়াল কিম্বা তারির কাছে আর একটা কি জেল আছে না, সেইখানে দিতে পারে।

গোপাল। ভাই, তোমাদের এ জেলের কর্ত্তা সাহেব কেমন লোক ?

পরা। সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর কেন! চক্ষে দেখ্‌লে কেউ শুন্‌তে চায়। দেখ্‌তেই পাবে, তা আর জেনে কি হবে ?

গোপাল। না ভাই বল, আমার বড় শুনবার ইচ্ছা হয়েছে।

পরা। তা আমি বল্‌চি, কিন্তু খপদ্দার কাহার সাক্ষাতে গল্প কর না। আবার কোথা থেকে কোন বেটা শুন্‌বে। আমি ভাই সত্য জানি না, যা শুনেছি তাই বল্‌চি।—এক-

দিন সন্ধ্যার সময় এই জেলে কয়েদিরা খেতে বসেছে, একজন চিৎকার করে বল্‌লে আমার রুটী কম হয়েছে, আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নাই। বড় সাহেব সেই কথা শুনতে পেলেন, রাঁধুনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সাহেবের জোর-তলপ—তার আর খাওয়া হল না—তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতে হইল। সাহেব তাহাকে মারিমার জন্য হাত কাম্‌ড়াইতে লাগিলেন, এমন কি টিক্‌টিকিতে বাঁধিবার বিলম্ব সইল না। একজনকে সেই রাঁধুনীর হাত ধরতে বলিলেন, আর একজনকে দশ, না পোনের বেত মারতে হুকুম হলো।

গোপা। যাহা হউক, বড় সাহেবের ভাই তবে দয়া আছে, দেখনা কেন কয়েদিদের পেট না ভরলে রাধুনীকে ধরে মারলেন। তবু ভাল এখানে পেটের জ্বালায় অস্থির হতে হবে না। আমি যখন আলিপুরে ছিলেম, তখন এক বেলা খেতে পেতুম, এক বেলা হয় তো ধানে চেলে চারিটী দিত। বলব কি? ক্ষুদায় ইট পাট্‌কেলে কামড় দিতুম। তার পর রাঁধুনী কি করলে?

পরা। রাঁধুনী আর কি করবে? কাঁদতে কাট্‌তে লাগলো, মাটিতে পড়ে ছটফট কর্ত্তে লাগলো। সাহেব তার যন্ত্রণার, পানে চেয়ে দেখ্‌লেন না,—অম্লান বদনে বললেন যাও খাও গে। সাহেব বড় দয়ালু কি না, সে খেতে বসেছিল, তার খাওয়া হয় নাই, সাহেব বেত মেরে হুকুম দিলেন খাও গে। বাঙ্গালা একটী কথায় বলে কি "গোড়া কেটে আগায় জল"। বড় সাহেবেরও ঠিক তাই হলো!।

গোপাল। তবু ভাল তোমাদের এখানকার সাহেব তো

তাকে খেতে বল্লেন, আলিপুরে হলে তার ভাত গুল শিয়াল কুক্কুরকে দিবার হুকুম হতো। তার পর ব'লো কি হলো?

পরা। রাঁধুনী তখন বেতের জ্বালায় অস্থির হয়েছিল, তা সাহেবের কথা শুনবে কি? সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো, ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগলো। সাহেব তাকে খাবার জন্য যেতে বল্‌লেন। রন্ধনি ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল সাহেব এখন আমাকে মাপ কর, আমি যা খেয়েছি তাই আগে সামলাই, এরপর একটু সুস্থির হয়ে খাব। সাহেব এই কথা শুনে রাগান্ধ হলেন, সেই রন্ধনিকে পুনরায় বল- লেন সে যদি সাহেবের কথা না শুনে, তাহা হইলে তিনি আবার দশ বেত মারতে হুকুম দিবেন। রাঁধুনী এই কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে খেতে বস্‌লো।

গোপাল। আহা! সাহেব লোকদের কেমন দয়া দেখেছ? এদিকে মারা হলো, আবার ওদিকে খাওয়ার জন্য পিড়া- পিড়ি করা হলো।

পরা। বিশেষতঃ জেলের সাহেবদের।

গোপাল। চুপ কর! কে একজন সাহেব এইদিকে আস্‌চে।

(বেত্র হস্তে মাজিষ্ট্রেটের প্রবেশ)

মাজি। আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা কোন্ জেল হইতে আসিয়াছে।

পরা। আজ্ঞা না।

মাজি। (সহাস্যে) ভাল, ভাল। এত ঘড়ি তোমরা কি কাজ করিয়াছিলে?

গোপাল। ধর্ম্মাবতার, আমরা কিছুই করি নাই।

মাজি। (উচ্চৈস্বরে) ইঁয়া কোই হায়।

চাপরাসী। যো হুকুম, খোদাবন্দ. (জনান্তিকে) আয় রে বাবু তোরা আয়। মিছে গোলমাল করিসনে, শেষ কালে চাবুক খাবি আবার। (স্বগতঃ) মানুষ গুলকে ঘানিতে তুলে দিলে যেমন চমৎকার দেখায়, বলদ গুলকে জুতে দিলে তত সুন্দর দেখায় না। গরু গুলর যেমন ল্যাজ আছে, এই বেটা-দের তেমনি ল্যাজ থাক্‌তো, তা হলে ল্যাজ ধরে ঘুরপাক খাবার বড়ই মজা হতো।

গোপাল। ওঃ বাবা, আমি যে ভয় করেছিলেম, এখানে তাই হলো। এই দুঃখে আমি আলিপুরে মেথরের কাজ নিয়েছিলাম। (চাপরাসির প্রতি) বাবা, একটু আল্‌গা করে বাঁধ, তা না হলে মরে যাব। এই তো শরীর দেখচ এরে বাঁধলে এখনি গঙ্গা যাত্রা করতে হবে।

চাপ। একটু শক্ত করে না বাঁধলে এর পর ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে গড়াগড়ি দেবে যে?

গোপাল। তোমার যেমন করে খুসি তেমনি করে বাঁধ, মোদ্দাটা না মরে গেলেই হলো।

চাপ। (পরাণকে বন্ধন করিতে করিতে) আরে মর, এ বেটার শরীর দেখ, যেন কেঁদ বাঘ, দেখ্‌চো কি বাবা, দুই দিনে ছারক্ষার হয়ে যাবে।

পরা। কেন বাবা? তোর পায়ে পড়ি, আমাকে যা খুসি তাই করিস্ মোদ্দা মারিসনে। বরং কিছু পয়সা চাও, এর পর দিব এখন।

চাপ। (চুপি চুপি) আগে দেও।

মাজি। You rascal শুদ্ধি এখনও হইল না?

চাপ। সাহেব ঠিক্ হয়েছে।

মাজি। তোমরা ঘানি ঘুরাইতে থাক।

পরাণ ও গোপাল। যে আজ্ঞা। (ঘানি ঘুরাইতে আরম্ভ-

মাজি। জেল-দুষ্ট লোকদের শাসনের জন্য হইয়াছে,) এখানে দুষ্ট বদমায়েস লোক বিলক্ষণ শাসন হয়। god যেমন heavenয়ে শাস্তি দেন এখানে অন্যায় কাজ করিলে government সেইরূপ punishment দেন। আমার মতে prisoner দের বিলক্ষণ কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত in that case either they live ordie .

গোপাল। সাহেব আর পারি না, আমাকে ছেড়ে দেও।

মাজি। তোমারা বাৎ হাম শুনেগা নেই। তুমি হামারা বাৎ শুনেগা। ঘুমাও ঘুমাও।

গোপাল। দোহাই বাবা, আমি আর পারি না, আমার গা কাঁপ্‌চে।

মাজি। (সহাস্যে) বাবা, যেমন কাম করিয়েছ, এখন তার ফল পাও। আমি শীঘ্র ছাড়িব না—যখন দেখিব মাটিতে ছটাফটি করবে, যখন মুক দিয়ে রক্ত বাহির হইবে, তখন ছাড়িয়া দিব।

পরা। ধর্ম্মাবতার, আমিও আর পারি না, আমাকেও ছেড়ে দিন। এই দেখুন এক কল্‌সি ঘাম বেরিয়ে গেল। এখনকার মত ছেড়ে দিন।

মাজি। আমি ও বাৎ শুনেগা নেই। ঘুমাও ঘুমাও, আমি

যেতনা ঘড়ি এই এক বর্ত্তণ oil না হইবে, ততক্ষণ আমি কখন ছাড়িব না। (সহাস্যে) বাবা কাম কর।

গোপাল। তোমার পায়ে পড়ি সাহেব। আমার এক কলসি জলের তৃষ্ণা পেয়েছে, এই দেখুন আমার গা থর থর করে কাপতে লেগেছে। (কম্পন)

মাজি। চপরাও you স্নুয়ার। এই বেত না খাইলে তোমরা সিধা হইবে না। (বেত্রাঘাত)

পরা। ওঃ বাবা গেলুম, আর পারিনে পারিনে।

মাজি। নেই নেই, ঘুমাও। (বেত্রের দ্বারা ঠেলিয়া দেওন) এখন কেমন মজা হইতেছে, চুরি করবার সময়, পরের দ্রব্য লইয়া আসিবার সময় এ সকল মনে ছিল না। (উচ্চৈস্বরে) জল্‌দি ঘুমাও।

গোপাল। সাহেব আমাকে এক ঢোক জল খেতে দাও।

মাজি। (সহাস্যে) জল খাইবে? না lemonade খাইবে? জল খাইলে শরীর ঠাণ্ডা হয় না, ice দিতে হইবে। (হাঃ হাঃ হাঃ)

পরা। (কাতরস্বরে) বাবাগো আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল। সাহেব তুমি ধর্ম্মাবতার, তুমি আমার বাপ মা, তুমি পরমেশ্বর—আমাকে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দাও। এই দেখ আমার গা কাঁপছে, আমি আর দাঁড়াতে পারি না।

মাজি। আমি কোন কথা শুনিব না। জল্‌দি ঘুমাও।

পরা। সাহেব—তুমি দয়াময়, তুমি গরিবের বাপ মা—তুমি আমার বাপ—আমি তোমাকে ধর্ম্মবাপ বলচি—একবারের জন্য খুলে দাও। চাপরাসি বাবা, একবার খুলে দে,

তারপর একটু ঠাণ্ডা হলে আবার যুড়ে দিও কিছু বল্‌ব না। আমার গা কাঁপচে, আমার পা আর স্থির থাকে না। আমাকে খুলে দিবে তো দাও, (উচ্চৈস্বরে) তা না হলে পড়লেম। (ভূমে পতন)

চাপ। সাহেব—পড়ে গেল যে।

ম্যাজি। Never mind. What is to you.

চাপ। আহা! একটু বাতাস করি, বোধ হচ্চে সবদি-গরমি হয়েছে।

ম্যাজি। নেই নেই—স্থুয়ার কি বাচ্ছা। তোমারা কেযা হুয়া। যেমন কর্ম্ম করেছে, তার ফল অবশ্যই সহ্য করতে হইবে।

গোপাল। সাহেব, আমার বুকের ভিতর কেমন কচ্চে, আমাকে একটু জল দাও—দাও বুক ফেটে গেল, বুক শুকিয়ে গিয়েছে। সাহেব, আমি আর দাঁড়াতে পারিনা--আমাকে খুলে দাও, সাহেব তোমার পায়ে পড়ি একবার ছেড়ে দাও। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি মলুম, মলুম, আমার মাতাব ভিতর কেমন করচে, বুক কেমন করচে। আমাকে ধর ধর পড়লুম। (ভূমে পতন ও মুখ দিয়া রক্ত নির্গত)

ম্যাজি। এ আদ্‌মির consumption ছিল। তা না হলে blood পড়বে কেন? (সহাস্যে) আচ্ছা হুয়া। এ রকম না হলে বাঙ্গালী লোকেরা জব্দ হয় না; জেল punishment দিবার জন্য—এখানে কয়েদি মরে যাক বেঁচে থাক তাহাতে আমাদের কি? We must do our duty. চাপরাসি, দেখতে এ আদমি মর গিয়া কি নেই?

চাপ। না সাহেব, এখনও মরে নাই।

মাজি। আচ্ছা, এ দুই আদমিকো hospital লে চল। আমি ডাক্তারের সাতে পরামর্শ করিগে। (প্রস্থান)

চাপ। কেন বাছারা চুরি কর্ত্তে গিয়েছিলে? ফল তো দেখ্‌লে। (দুই জনকে ধরিয়া প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যশোহর-জেলস্থ ডাক্তারখানা।

(ডাক্তার বাবু আসীন)

ডাক্তার। (স্বগতঃ) আর পারা যায় না, জেলে থেকে থেকে আমারও হাড়ে দুর্ব্বা গজিয়ে গেল। আমিও যেন কয়েদিদের সামিল হয়েছি। একবার যে বাহিরে প্রাকটিস করবো, তারও যো নাই। কোথায় মনে করি পাঁচ জন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করবো, তা এ জেলে থেকে হবার যো নাই। আর এ ছাড়া কয়েদিদিগের শাপ খেতে খেতেই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করেন একে কত বেত মারা যেতে পারে, ওকে ৩০ বেত মারা যায় কি না। আমাকে অবশ্যই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের রায়েই রায় দিতে হয়, তাতে কত সময় হিতে বিপরীত ফল হয়। কোন কয়েদি হয় তো দশ বেত খেতে পারে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মন রক্ষার্থ আমাকে বল্‌তে হয় এ কয়েদী ২০ বেত অনায়াসে সহ্য করতে পারে। মাজিষ্ট্রেট আমার কথার উপরও দুই চারি ঘা লাগিয়ে দেন। শেষ কালে আ-

মায় ধরে টানাটানি। দূর হোক, এ কাজ ছেড়ে দেওয়াই আমার উচিত, লোকের মনঃকষ্ট দিলে তার কখনই ভাল হয় না। আর আমার যে উন্নতি হচ্চে না, তার এক মাত্র কারণ গালাগালি আর অভিসম্পাৎ। এদেশ ছেড়েই বা যাব কোথায়? এস্থান কিছু নিতান্ত মন্দ নয়। এখানকার কর্ম্ম ছেড়ে দিলে. হয় তো কোন্ বন জঙ্গলে পাঠিয়ে দেবে তার ঠিক নেই।

(দুইজন চাপ্রাসী গোপাল ও পবনকে ক্রোড়ে লইয়া প্রবেশ)

চাপ। ডাক্তার বাবু এদের আগে শীঘ্র করে ঔষধ দিন, এদের ভারি অসুখ করেছে। একজনের মুখ দিয়ে এক ঘটি রক্ত পড়েছে, আর একজনেরএক কলসি ঘাম হয়েছে।

(চাপরাসী দ্বয়ের প্রস্থান)

ডাক্তার। (গোপালকে নির্দ্দেশ করিয়া) তোমাব নাম?

গোপাল। আমার নাম গোপাল।

ডাক্তার। তোমার আর কখন রক্ত উঠেছিল?

গোপাল। কৈ তা তো মনে পড়ে না।

ডাক্তার। (হস্ত ও বক্ষঃস্থল দেখিয়া) হ্যা তোমার কন্‌জম্ সন আছে। তুমি কোন নেসা কর্ত্তে?

গোপাল। হ্যাঁ আফিং খেতাম।

ডাক্তার। আর কিছু?

গোপাল। গাঁজা টাজা, কখন কখন গুলিও খেতাম।

ডাক্তার। আর কিছু?

গোপাল। শিব বাবুর সঙ্গে কখন কখন মদও খেয়েছি।

ডাক্তার। তাই বল তোমার আবকারী মহল একচেটে।

তবে এতক্ষণ হাঁ না করছিলে কেন? আমি তো সঙ্কটে পড়লাম। তোমাকে কি ঔাধ দিব স্থির করতে পারচি না। তুমি আবকারী একচেটে করেছ, তোমার তো কোন ঔষধ খাটবে না। আচ্ছা, তোমাকে অগ্রে একটু ওপিয়ম দিই।

গোপাল। আঃ মহাশয় আমাকে বাঁচালেন, আমার প্রাণ ধড়ে এল।

ডাক্তার। আচ্ছা, তোমাকে একটা ঔষধ দিচ্চি, এ কিন্তু তোমার পীড়ার প্রকৃত ঔষধ হলো না। তা হোক এতে কাশীর পক্ষে উপকার . দেখ্‌বে—ইপিকেক, পোটেসাই, নাইট্রোসাই, টিংচার ক্যাম্‌ফার। এইতে একটী মিক্‌সচার করে দিতেছি, তাই খেলে সুবিধা হবে।

গোপাল। আমার বুকটা কেমন করচে। এই ঔষধটা শীঘ্র করে দিন।

ডাক্তার। (পরাণকে) তোমার নাম কি?

পরা। প-রা-ণ!

ডাক্তার। তোমার কি হয়েছিল?

পরা। আ-মা-র বড় অ-সু-খ করেছে।

ডাক্তার। আচ্ছা মাথায় বরফ দিলে শরীর ঠাণ্ডা হবে এখন।

গোপাল। আর একটা কিছু ঠাণ্ডা জিনিস খেতে দিন তা হলে শরীর সুস্থ হবে এখন।

ডাক্তার। আচ্ছা, একটা লেমনেড দিচ্চি। (একটা লেমনেড গ্লাশে ঢালিয়া) এইটা খাও তো।

ডাক্তার। জেলের ডাক্তার হওয়া মহা পাপের কার্য্য (স্বগতঃ) কি জ্বালাতনেই পড়া গিয়েছে, সাহেব আমার কথা শুনেন না, যাকে যত খুসি সাজা দেন—তা মরুক আর বাঁচুক। এই যে লোকটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে, এর কোন পুরুষে কন্‌জমসন্ ছিল না—কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় অল্প রক্ত উঠেছিল, তা না হলে এই লোকটা শীঘ্র মারা যাইত। এই যে লোকটীর সর্দ্দি গরমি হয়েছিল, আর একটু হলে এও মারা যাইত॥ অধিক কথায় কাজ কি এখনও পর্য্যন্ত সাম-লাইতে পারে নাই। বাবা, এ সকল দেখ্‌লে দুঃখ হয় এবং পাপ ও হয়! যে লোক যে পরিমাণে সহ্য করতে পারে তাকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করাই উচিত। বাবা জেল কি মনুষ্যদিগের বধের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে? না এখানে দুষ্ট লোকদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য হইয়াছে? এখানে চরিত্রের পরিবর্ত্তন হওয়া দূরে থাক, আরো বিকৃত হইয়া যায়। কারাগারের চতুঃসীমা হইতে দয়া ধর্ম্ম পলায়ণ করে' এখানে একটী দয়ালু ব্যক্তি আসিলে দিন দিন নিষ্ঠুর হইয়া পড়েন, এখানে একটী ধার্ম্মিক চূড়ামণি আসিলে পাপে কলু-ষিত হন। কয়েদিদিগকে কোথায় সৎ উপদেশ দেওয়া হইবে, তাহা না হইয়া অন্যায় পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি নিষ্ঠু-রাচরণ করিলে বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। কল টানিয়া ঘানি টানিয়া প্রতিবৎসর যে কত লোক প্রাণত্যাগ করে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অপরাধীদিগকে শাস্তি দেওয়া হউক, তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া ফল কি? আর ব্রিটিশ রাজত্বে এটী শোভাও পায় না।

গোপাল। আঃ বুক গেল বুক গেল্। ডাক্তার বাবু প্রাণ বেরিয়ে গেল, আমার বুকটা চিরে দাও।

ডাক্তার। দেখি কি হয়েছে?

গোপা। আমার বুক ফেটে গেল। উঃ উঃ উঃ (রক্ত বমন)

ডাক্তার। তাইতো এতো রক্ত উঠলো। তবেই বড় মুস্কিল এখন কি করি? এরেই বা কি ঔষধ দিই।

গোপা। ডাক্তার বা-বু, আমাকে আর ঔষধ দিতে হবে না, এখন আমি মলেই বাঁচি।

ডাক্তার। আচ্ছা আমি ভাল ঔষধ দিতেছি।

গোপা। আঃ আঃ আঃ।

ডাক্তার। কেমন একটু সুস্থ হয়েছ?

গোপা। উঃহুঃ গেলুম। বুক যায়, বুক যায়। ডাক্তার বাবু আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। (রক্ত বমন)

ডাক্তার। (স্বগতঃ) তাইতো একে আর বাঁচান গেল না। প্রকাশ্যে) একটু বরফ খাও।

গোপা। (বরফ খাইয়া) আঃ প্রাণটা ধড়ে এলো।

ডাক্তার। (পরাণকে নির্দ্দেশ করিয়া) তুমি কেমন আছ?

পরাণ। আমি বড় ভা-ল ন-য়।

গোপা। ডা-ক্তার বা-বু, আ মাকে বি-দা-য় দাও, আমা-কে তু-মি অ-নে-ক যত্ন ক-রে-ছ, তার শো-ধ দি-তে পার-লু-ম-না। ভ গ-বান তো-মার ম-ঙ্গ-ল কর-বেন সা-হে-বকে আ-মার সে--লা-ম জানা-বেন, তিনি আ-মা-র হি-তের জন্য ক-লে ঘু-রা-ইয়া-ছি-লে-ন, আ-মি বাঁ-চি-লে তাঁর খো-স-নাম-ক-র্ত্তুম।

ডাক্তার। ভয় কি? তুমি বাঁচরে? ঈশ্বর তোমাকে অবশ্যই আরোগ্য করবেন।

গোপা। আ-মা-কে বি-দা-য় দা-ও। যা-ই, যা-ই, গে-লু-ম গে-লু-ম। (মৃত্যু)

ডাক্তার। (হস্ত দেখিয়া) আহাহা এ লোকটী বড় ভাল। অকস্মাৎ মরে গেল গা। এর মৃত্যুতে আমারও চক্ষে জল এসেছে। (অশ্রুত্যাগ) যাই কুলিদের একবার ডাকি।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নড়াল-জেল।

(জমাদারের সহিত নিধিরাম ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

জমা। ঠাকুর তুমি ব্রাহ্মণ জাতি, তোমার এমন কু-প্রবৃত্তি হলো কেন? আর দেখ ঠাকুর, তোমরা ভদ্রলোক, তোমরা যদি এরূপ কার্য্য কর, তবে ভাল কাজ করবে কে? তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, তায় আবার ভট্টাচার্য্য, তোমরা ঠাকুর সেবা করবে, শিষ্যদের মাথায় পা তুলে দিবে, সুখে দিন যাপন হবে। যাহা হউক বড় দুঃখের বিষয় ছিঃ ছিঃ।

নিধি। (অধোবদনে) দেখ জমাদার বাবা, তুমি যা বলেছ ঠিক কথা। আমাদের বাপ পিতামহেরা তাই করে গিয়েছেন, কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে তাহা হবার যো নাই। আমাদের যে সকল শিষ্য রয়েছে, সে বেটারা ঘোর নাস্তিক হয়েছে, ক্রিয়া কলাপ করে না—বাপ মার শ্রাদ্ধ শান্তি করে না—পূজা আশ্রয়ের তো এক কালীন নাম উঠে গিয়েছে

তবে আমরা দিনযাপন করি কিসে বল? তাদৃশ লেখা পড়া জানি না যে অধ্যাপক টধ্যাপক যাহা হউক একটা হবো। তা বাবা, শিষ্যের বাগানে এক কাঁদি কলা চুরি করেছিলেন বলে ধরিয়ে দিলে। বেটা কি পাষণ্ড, কি নির্দ্দয়, ছোট-লোকের মুখ দর্শন কর্ত্তে নাই।

জমা। (সহাস্যে) ঠাকুর, তোমার অমন শরীর রয়েছে, পরিশ্রম কর সুখে দিনযাপন হবে। পরের বাগানে আঁবটা কাঁটালটা চুরি করে কয় দিন চলবে?

নিধি। জমাদার বাবা তোমাকে একটা কথা বল্‌ব? আমার ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হয়েছে। সে এ জিনিস খাব সে খাব বলে আমার কাছে আবদার করে। আমার এমনি পয়সা নেই যে ক্রয় করিয়া দিই। সুতরাং এর বাগান থেকে আঁবটা ওর বাগান থেকে নিচু গোলাপজাম, পাঁচ রকম ফল মূল নিয়ে গিয়ে সাধ দিই।

জমা। পরের বাগানে নিতে গেলে ধরিয়ে দিবে না?

নিধি। ও বেটা যে অমন পাষণ্ড তা কি আমি আগে জান্‌তাম। আমি যদি মিত্রদের বাগান থেকে নিয়ে আসতাম, তা হলে তারা দেখলেও কিছু বলতো না।

জমা। তুমি তো ব্রাহ্মণীকে সাধ্ দিতে। এখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব তোমার উপর যে ২০ কুড়ি বেতের হুকুম দিয়েছেন। সে বেত তো আর তোমার ব্রাহ্মণী খেতে আসবে না। এখন তো তোমাকেই খেতে হবে।

নিধি। তা জমাদার বাবা, তুমি একটু অল্প করে মের। আমার বাবা কখন মার ধর খাওয়া অভ্যাস নাই।

জমা। তা কি হবার যো আছে ঠাকুর! মাজিষ্ট্রেট সাহেব ডাক্তার সাহেব, এইখানে দাঁড়িয়া থাকিবেন। যা হউক, ঠাকুর তুমি একটা বড় বোকার কাজ করেছ?

নিধি। কি বলচ বাবা?

জমা। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তুমি ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিলে কেন? ব্রাহ্মণ কায়স্থের উপর ভারি রাগ। অন্য জাতিকে যদি দশ বেতের হুকুম দেন, তাহা হইলে কায়স্থ ব্রহ্মণকে কুড়ি ঘা বেতের হুকুম দেবেনই দেবেন। আমি প্রায় দেখ্‌ছি কি না?

নিধি। কেন বাবা কায়স্থ ব্রাহ্মণ কি করেছে?

জমা। করবে আবার কি? আমাদের সাহেব ভদ্র লোকদের বড় দেখ্‌তে পারেন না। ছোট লোকের উপব আমাদের সাহেবের ভারি দয়া। ছোট লোকেরা সময়ে সময়ে সাহেব টাহেব মানে না কি না, তাইতে সাহেবেরা বুঝেন ভদ্র লোকদের একটা কাজ কর্ত্তে দিলে তারা দ্বিরুক্তি করে না। সাহেব সেই জন্য ভদ্র লোককে অধিক পীড়ন কবেন।

নিধি। বল কি বাবা? আগে জান্‌লে একটা যাহা হউক হাড়ি কাওরার নাম করতুম। এখন তো হবার যো নাই।

জমাদার। চুপ কর ছোট ডাক্তার আসচে।

নিধি। ডাক্তার বাবা আস্‌বেন কেন? কিছু কেটে কুটে ফেল্‌বে না তো?

(একজন নেটিভ ডাক্তাবেব প্রবেশ)

ডাক্তার। জমাদার, এই ব্যক্তিকে শয়ন করাও তো, একবার এক্‌জামিন করি।

জমা। ঠাকুর, একবার চিৎপাত হবে ?

নিধি। তা হচ্চি। কিন্তু বাবা তোমাদের পায়ে পড়ি কিছু কেটে কুটে নিয় না। (শয়ন)

ডাক্তার। (পৃষ্ঠ দেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া) না এ ব্যক্তি আর কখন বেত খায় নাই, আর ইহার শরীর বড় কোমল। মাজিস্ট্রেট সাহেব ইহাকে কুড়ি বেতের হুকুম দিয়াছেন, আমি তা তো পারি না। এরা ব্রাহ্মণ চাল কলা বাঁধে, দই দুধ খায়, কুড়ি কুড়ি বেত সহ্য করিতে পারবে কেন ?

নিধি। তোমার জয় জয়কার হউক, পরমেশ্বর তোমার ভাল করুন, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। ডাক্তার বাবা আমি বাড়ি গিয়েই নারায়ণের মাতায় তোমার কল্যা-নার্থে তুলসি দিব, বিনা পয়সায় সস্তয়ণ করবো।

ডাক্তার। এখন তো তুমি সামলাও, এ যাত্রা তো রক্ষা পাও, তারপর নারায়ণের মাতায় ফুল তুলসি দিবে (উচ্চৈস্বরে) জমাদার দোয়াত কলম আর কাগজ নিয়ে এসতো। একখানি সার্টিফিকেট লিখে দিই। (স্বগতঃ) এ ব্রাহ্মণ দশ বেতের অধিক সহ্য করতে পারবে না। কি করি? মাজিস্ট্রেট সাহেবের কথাটা অমান্য করবো। তাও ভাল হয় না। এখন উপায় ?

জমা। দোয়াত কলম নিন বাবু ! (প্রদান)

ডাক্তার। তবে লিখে ফেলি। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া লিখন) এ কাজটা কিন্তু ভাল হলো না। একবার চেঁচিয়ে পড়ি (পাঠ)—I do hereby certify that Nedheeram Bhottacharjee will be unable to suffer more than ten stripes.

জমা। বাবু বড ভাল কাজ করেছন। তা না হলে ব্রাহ্মণ আজি মারা যাইত।

ডাক্তার। তোমার দশ বেতের কথা লিখে দিলেম। মাজিষ্ট্রেট শুনতে পারেন। (প্রস্থান)

নিধি। আহা! ডাক্তার বাবু শ্রীজীবী হয়ে থাকুন।

জমা। বড় সাহেব এ দিকে আসচেন।

(মাজিষ্ট্রেটের প্রবেশ)

মাজি। (জমাদারের প্রতি) সার্টিফিকেট দেখ্‌লাও।

জমা। এই দেখুন সাহেব। (প্রদান)

মাজি। (পাঠ করতঃ) I cannot believe it. Native doctors are good for nothing, they are some what better than compounders What they know? জমাদার ডাক্তার সাহেবকো আবি বোলাও।

জমা। যো হুকুম। (প্রস্থান)

নিধি। (করযোড়ে) ধর্ম্মাবতার, আপনি আমার বাপ, আপনি আমার মা, আমার এখানে আর কেহই নাই। আপনি যদি দয়া না করেন, তা হলে আমাকে কে রক্ষা করবে? (যজ্ঞ পবিত হস্তে ধারণ করিয়া) সাহেব তুমি শ্রীজীবী হও, লক্ষ পুত্রী হও, তোমার জয় জয়কার হউক।

মাজি। চপ্‌রা you brahmin. তুমি আমাকে নীতি-শাস্ত্র শিক্ষা দিবে? তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করবে, তাহাতে আমার কি হইবে? আমি যে পদ পাইয়াছি, তাহা তোমার কথায় যাইবে না, আর তোমার কথায় ফিরিবে না।

(জমাদারের সহিত সিবিল সার্জ্জনের প্রবেশ)

সি-সা। What is the matter?

মাজি। See the certificate.

সি-সা। (পাঠ করতঃ) Oh no—he can easily suffer 20 stripes.

মাজি। (সহাস্যে) Yes, I knew it before. জমাদার এ আদমিকো টিকটিকিতে বাঁধো।

জমা। যে আজ্ঞা। (ব্রাহ্মণকে টিক্‌টিতে বন্ধন)

মাজি। ২০ বিস্ বেত লাগাও।

জমা। (বেতে চরবি মাখাইয়া) ঠাকুর সমান থাক, যদি এক ঘা পিছলাইয়া যায় তা হলে আর এক ঘা খাইতে হবে।

নিধি। (জনান্তিকে) বাবা একটু আস্তে আস্তে।

জমা। (প্রহার) এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়।

নিধি। (আর্ত্তনাদ) বাবা প্রাণ যায়, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এমন কাজ আর কখন করবো না, গেলুম গেলুম।

সি-সা। ও হুয়া নেই। ও আমাকে মিছামিছি কষ্ট দিয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব যো হুকুম দিয়া, সে বাৎ কখন মিছা হয়, না। নেটিব ডাক্তার কিয়া জান্‌তা? এমন বোকা পাঁটার মত চেয়ারা, এস্‌কো আউর দশ বেত দেনেসে কুচ হোগা নেই আমাকে For nothing trouble. দিলে কেন।

মাজি। Yes. Yes. জমাদার আউর দশ বেত লাগাও।

জমা। যে আজ্ঞা। (প্রহার)

নিধি। (ক্রন্দন করিতে করিতে) গেলুম গেলুম। আমাকে একেবারে মেরে ফেল। (উচ্চৈস্বরে) আর সহ্য হয় না প্রাণ যায়, প্রাণ যায়—দোহাই কোম্পানি—দোহাই কুইন ভিক্টোরিয়া। (মূর্চ্ছা) (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

—*—

প্রথম অঙ্ক।

বর্দ্ধমান-জেল।

(মধু ও তারিণী আসীন)

মধু। (পাথর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে) বাবা আলীপুর থেকে এসে বাঁচা গিয়েছে। সেখানে যে কষ্ট—এখানকার সাহেব কেমন লোক তা এখন বল্‌তে পারি না।

তারিণী। (পাথরে ঘা মারিয়া) তা যাই বল, আর যাই কহ, সেখানে ছিলেম ভাল। এখানে এসে অবধি আমার প্রত্যহ বৈকালে জ্বর হতে আরম্ভ হয়েছে। খেতে পারি না, মুখে কিছুই ভাল লাগে না—ডাক্তারকে হাত দেখালে বলেন, ও কিছুই নহে। আলীপুরে ঐ একটা সুখ ছিল, ডাক্তারকে বলবা মাত্র, তিনি ঔষধের ব্যবস্থা করতেন। আমরা যেমন নেশাখোর মানুষ অহিফেন খেতে টেতে দিতেন। এখানে ঐ একটী মহা যন্ত্রণার ভোগ হয়েছে।

মধু। তা আবার বোল্‌তে ?

তারিণী। দেখ্‌চো, গায়ে কিছু মাত্র বল নাই, তা কাজ করবো কি ? ওদিকে আবার ইন্সপেক্টর এসে ঠেলা ঠেলি করবে এখন। আমার এই কয়খানা বই ভাঙ্গা হয় নেই। কোথায় দুই থলে বোঝাই করে দিতে হবে, তা না হয়ে কিছুই হলো না। সামর্থ না থাক্‌লে কাজ করবো কি করে।

মধু। শুনেছি বটে, এদেশে বড় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদু-

ভাব। আমার বোধ হয় তোমাকে ম্যালিরিয়াতে ধরেছে।

তারিণী। তা কি আরাম হবে না?

মধু। আরোগ্য হবে না কেন? তবে কিনা কথা হচ্চে এখানে ততটা তদারক তো হয় না। রীতিমত তদারক করিলে শীঘ্র আরাম হয়। বিশেষ এখানে না খাটলে তো গবর্ণমেন্ট বসিয়ে বসিয়ে খাওয়া দেবে না। খাটতে হবে চারি গুণ খেতে দেবে অর্দ্ধ গুণ। বিশেষতঃ সময়ে স্নান ও আহার হয় না, এতে কি ব্যারাম শীঘ্র আরোগ্য হয়।

তারিণী। তবে কি করা যায় বল দিখিন?

মধু। তুমি ডাক্তারের সঙ্গে একটু ষড়যন্ত্র কর, তিনি সার্টিফিকেট দিলেই তোমাকে কাজ কর্ত্তে দিবে না, হাঁসপাতালে রেখে দিবে। চিকিৎসা হবে ভাল, সময়ে খেতে পাবে, সময়ে ঔষধ পাবে। তা হলে শীঘ্র আরোগ্য হতে পারবে।

তারিণী। ডাক্তার কি আমাকে এত অনুগ্রহ করবেন?

মধু। তা একটু খোসামোদ করলে কি হবে না? দেখ, মানুষকে দুই রকমে হস্তগত করা যায়, এক যদি অধিক পয়সা থাকে, তা হলে খোসামোদ করবার আবশ্যক হয় না, এমন কি অন্য লোক এসে ভাব উল্টে খোসামোদ করে। আর যদি পয়সা না থাকে তা হলে হাতে পায়ে ধরতে হয়, জল উঁচু নিচু বলতে হয়, তবে মানুষকে হস্তগত করা যায়। তোমার পয়সা নাই, কাজেই তোমাকে তাই কর্ত্তে হবে।

তারিণী। তা মধু দাদা, তুমি যদি কোন উপায় করে দাও। তুমি এত কালের বন্ধু শেষ সময়ে একটা যাহা হউক কিছু উপকার কর। আমি মরবার দাখিলে পড়েছি। বল

কি? প্রত্যহ জ্বর হয় তার উপর এই খাটুনি। আবার তার উপর আহার নাই।

মধু। তা তো দেখ্‌তে পারচি। কিন্তু ডাক্তার কি আমার কথা শুনবে। আমার সঙ্গে একে আলাপ পরিচয় নাই, তাহাতে আবার টেঁকখর মানুষ। যাহা হউক ভাই একবার বলে দেখবো এখন।

তারিণী। (কাতরস্বরে) তোমার পায়ে পড়ি, একবার দেখো!

মধু। তা হবে এখন। ইন্সপেক্টরের আসবার সময় হয়েছে কাজ কর। বেটা এসে আবার মার ধর করবে।

তারিণী। আমি একে মরা—তার উপর মার ধর করলে আর বাঁচবো না। ইন্সপেক্টর আসুন, আমি স্পষ্টই বলব এখন। হাতে পায়ে ধরে কাঁদবো।

মধু। বাবা—কোম্পানির চাকরেরা হাতে পায়ে ধরে কাঁদলে কাটলে শুনে না। ওরা বুকে পাথর দিয়ে কাজ নেবে, তবে চারটি চারটি খেতে দিবে। তোমার জ্বর হয়েছে, তাদের কি বয়ে যাচ্চে?

তারিণী। এমনই কি বা কোম্পানির চাকর। তারা তো মনুষ্য, তাদের শরীরে তো দয়া, ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা আছে, একটা মানুষ মরে যাচ্চে, আর তাদের দেখে দয়া হবে না। তাদের ঘরেও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বাপ, এ সকল পরিবার আছে, তাদের উপর যখন দয়া হয়, তখন অন্য মানুষের উপর ততো না হউক, তার অর্দ্ধেকও তো হবে।

মধু। ভাই সে তর্ক তোমার সঙ্গে করবার কোন প্রয়ো-

জন নাই। কাজেই দেখতে পাবে। এখন পাথর ভাঙ্গতে আরম্ভ কর।

তারিণী। সেই ভাল। (পাথরের উপর হাতুড়ির আঘাত।

মধু। (পাথর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে) আজ মনটা কেমন অস্থির হয়েছে। আমার যার জন্য প্রাণ কেমন কচ্চে সে কি আমায় মনে করে?

জেলে বাস যার তরে। সে কি মোরে মনে করে!
আমি যদি যাই ম'রে। সে হাসিবে বসে ঘরে॥

তারিণী। যা বলেছ, মধু দাদা। সংসারে কেহই কাহার-নয়, সকলেই আমার আমার করে মরে, কিন্তু চক্ষু মুদলে কেহ কাহার নয়। বল্‌ব কি সংসারের জন্য এমন কাজ নেই যে তা করি নাই। চুরি করেছি, ডাকাতি করেছি।

মধু। সে তো যাহা হউক হলো। ইন্সপেক্টর যে এখনি তদারক করতে আসবে, এসে কি বল্‌বে?

তারিণী। আমি তো আজ হাতে পায়ে ধরে কাঁদবো।

মধু। আমার উপায় কি?

(বেত্র হস্তে ইন্সপেক্টরের দ্রুতগতিতে প্রবেশ)

ইন্স। তোমরা কি করচ?

তারিণী। বাবা, আমার বড় জ্বর হয়েছে, আমি মোটেই কাজ করতে পারি না। আমার মর্জ্জাগত জ্বর হয়েছে—

ইন্স। (রাগান্ধ হইয়া) খাবার বেলা জ্বর হয় না, আমি ওকথা শুনতে চাই না। (বেত্রাঘাত) কেমন এখন জ্বর সেরেচে?

তারিণী। আমাকে আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন দেন? একে আমি মর্ত্তে বসেছি, তার উপর আর মার কেন?

ইন্স। কাজ করবার বেলা হবার যো নাই, কিন্তু কথা কইবার সময় নাক দিয়ে মুক দিয়ে কথা বাহির হয়। আমি তা শুন্‌তে চাই না। (বেত্রাঘাত)

তারিণী। উঃহু, গেলুম গেলুম। মরণ হলেই বাঁচি আর এ যন্ত্রণা, এ কষ্ট সহ্য হয় না। ভগবান কত দুঃখই কপালে লিখেছেন। একবার যদি তাঁর দেখা পাই তো সকল কথা জিজ্ঞাসা করে নিই।

ইন্স। (মধুর প্রতি) তোমারও কাজ কর্ম্ম কিছুই হয় নাই কেন? দুই জনে গল্প হচ্ছিল বুঝি?

মধু। আজ্ঞা না মহাশয়। এক্ষণে নাই হলো বৈকালে আপনাকে সমান কাজ দেখিয়ে দিলেই তো হবে।

ইন্স। তা তুমি কেমন করে পারবে?

মধু। আপনি তো দেখ্‌বেন, না পারি তার ফল অবশ্যই ভোগ করবো।

ইন্স। আচ্ছা এক্ষণে আমি চল্লাম। (প্রস্থান)

মধু। তারিণী, তোমাকে একবার ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাই চল। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাঁকুড়া জেল।

জেল-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আসীন।

সুপা। (স্বগতঃ) Late Lieutenant governor said:—
"That the pettiest criminals should be kept hard at

work on the oil mill, while the worst criminals are at once placed on comparatively easy work, is obviously unreasonable" This circumstance has unfavorably impressed the Lieutenant governor during his various visits. আহা! আমাদের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বড় বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা philosophically prove করা যাইতে পারে। Fool he is! Pettiest criminals দের অধিক punishment দেওয়া উচিত। আর যাহারা worst criminals তাদের অল্প অল্প শাস্তি দিয়ে ক্রমে সিধা করে না আনিলে ঠিক হইতে পারে না। স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল একজন উপযুক্ত, very clever ছিলেন। তাঁর বুদ্ধির মধ্যে বাঙ্গালীরা enter কর্ত্তে পারতো না। (সংবাদ পত্র পাঠ)

(এক জন দারগার সহিত মধুর প্রবেশ)

মধু। (স্বগতঃ) বাবা, বাঁচা গেল। বর্দ্ধমানে যে ম্যালিরিয়া হচ্চে, সেখান থেকে এসে বড় সুবিধাই হয়েছে, এ যাত্রা রক্ষা পেলেম আর কি? এ সাহেবটাও মন্দ লোক না হতে পারেন। ইহার মুখ দেখে বোধ হচ্চে, ছোট লোক না হতে পারেন। সকল সাহেবেরাই যে ছোট লোক হয়, এমন নয়। যাহারা সে দেশ থেকে এখানে ধনোপার্জ্জন কর্ত্তে এসেছে তারাই বদমায়েস হয়, কোন মত প্রকারে এদেশ থেকে লুটে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আহা এখানকার লাট সাহেব আমাদের বড় মন্দ লোক নয়, তবে সকল সময় লোকের সমান মতি থাকে না। সে যাহা হউক, আমাকে যে অধিক দিন বর্দ্ধমানে রাখে নাই, এই পরম লাভ, সেখানে আর

কিছু দিন থাক্‌লেই মারা যেতাম আর কি। তাইতো আমার ও সময় উত্তীর্ণ হয়ে আস্‌চে। ক্রমে ক্রমে আমাকে কোন্ দেশে ঠেলবে যে তার সীমা নাই।

সুপা। (সংবাদ পত্রের দিকে তাকাইয়া) তোমার নাম কি ছিলো?

মধু। আজ্ঞা, আমাব নাম মধু।

সুপা। তুমি কি এই দেশ থেকে আসিয়াছ?

মধু। আজ্ঞা, আমি প্রথমে আলীপুরে থাকি তার পর সেখান থেকে আরো দুই চারিটী জেল বেড়িয়ে তার পব এই খানে পাঠিয়াছে।

সুপা। allright তুমি পুরাতন কয়েদি আছ?

মধু। আজ্ঞা হ্যাঁ।

সুপা। তবে তোমাকে comparatively easy work দিতে হইবে। (মধুর দিকে তাকাইয়া) তোমার মাতায় এত বড় বড় চুল কেন আছে।

মধু। কৈ না, এমন বেশী বড় তো হয় নাই।

সুপা। নেই নেই আমি তোমার কথা শুন্‌বে না, আমার চক্ষু আছে। হিঁয়া কোই হায় (উচ্চৈস্বরে)

নেপথ্যে। আজ্ঞা যাই খোদাবন্দ।

(চাপরাসীর প্রবেশ)

সুপা। বারবারকে ভেজ দেও।

চাপ। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

মধু। আমার মাতার পীড়া আছে, একটু বড় বড় চুল না রাখ্‌লে, মাতার পীড়া হয়।

সুপা। আমার এ জেলে ও কথাটী হইবার যো নাই।

(নাপিতের প্রবেশ)

নাপি। গুড্ মরনিং খোদাবন্দ।

সুপা। এই আদমিকো জল্দি করকে S... করে দেও।

নাপি। যে আজ্ঞা (মধুর প্রতি) এস এ.. শীঘ্র এস, সাহেব শীঘ্র করে তে...ক নেড়া করে দিতে বলেছেন।

মধু। পরামাণিক দাদা, তোমার নাম কি ?

নাপি। আমার নাম :ক্লবিঙ্কণ ...ক্ল-ঝন্‌বিনী।

মধু। আহা, বেশ নামটি তো।

নাপি। এখন তো নাম শুনে খুসি হয়েছ, এর পর কার্য্যেও খুসি হবে এখন।

মধু। সে কি রকম পরামাণিক দাদা ?

নাপি। দেখ্‌বে দেখ্‌বে ; শীঘ্র এখন এস। আমার অনেক কাজ আছে।

মধু। (স্বগতঃ) নেড়া হওয়া বিষম বালাই, কি করি সাহেব বাহাদুরের কথা না শুন্‌লে, এর পর বলপূর্ব্বক নেড়া করে দিবে। (প্রকাশ্যে) তবে এস পরামাণিক দাদা।

নাপি। (মধুর মস্তবটা নিচু করিয়া জল দেওন) (জনান্তিকে) সাহেবের কিরূপ হুকুম।

সুপা। (জনান্তিকে) তোমাকে যেরূপ বলা আছে।

নাপি। (ক্ষুরের প্রতি বল পূর্ব্বক টানিতে আরম্ভ) মা... সোজা করে রাখ।

মধু। পরামাণিক দাদা, গেলুম যে, আমার মাতা ঝন ঝন্ করচে একটু ভাল করে কামাও না।

নাপি। আমার নাম শুনেছ তো রক্ত কিঙ্কিনী রক্ত-ঝিন-ঝিনী। আমি যখন যাকে কামাই রক্ত না পড়লে ছাড়ি না। ক্ষুরের প্রতি বল পূর্ব্বক টানা।

মধু। বাবা গেলুম! উঃ বাবা গেলুম গেলুম।

নাপি। চুপ কর চুপ কর মাতা সোজা করে রাখ, নাড়লে চাড়লে চামড়া কেটে যাবে।

মধু। উঃহুঃ বাবা। চামড়া কাটতে কি এখনও বাকি আছে, ঝর ঝর করে রক্ত পড়চে।

নাপি। কোথায় রক্ত? তুমি কখন কামাও নাই বটে? (বল পূর্ব্বক ক্ষুর টানা)

মধু। পরামাণিক, গেলুম গেলুম, মলুম মলুম আমাকে ছেড়ে দাও। যাই যে—গেলুম রে বাবা। আমাকে আর তোমায় কামাতে হবে না। হয়েছে হয়েছে—(উচ্চৈস্বরে) ছাড় ছাড়। (ক্রন্দন)

স্থপা। (স্বগতঃ) বেশ হয়েছে, আমার হাজামত Very Clever (প্রকাশ্যে) কেন তুমি ও রূপ কর্চ্চ? তুমি কখন কামাও নাই বটে।

মধু। উঃহুঃ বাবা গো বাবা, গেলুম রে বাবা, আমাকে আর কামাতে হবে না, যা কামিয়েছে. এখন কিছু দিনের মত৷ ঘা সারতে যাবে।

নাপি। চুপ কর চুপ কর, এই হয়ে গেল বলে। (ব্রহ্মতল ক্ষৌরীকৃত) আর লাগবে না।

মধু। ও বাবা যাই যে—পরামাণিক দাদা তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দেও। আমার বড় পিপাসা পেয়েছে।

নাপি। এই যা হয়ে গেল।

মধু। (একখানি কাপড় দিয়া মাথা মুছন) ও বাবা, এক খানি কাপড় রক্তে ডুবে গেল যে। পরামাণিক দাদা একটু পায়ের ধুলা দাও।

সুপা। তোমার মাতায় কোন Desease আছে বটে?

মধু। আজ্ঞা আমার মাতায় ডিসিস ফিসিক্স কিছুই নাই।

নাপি। আজ্ঞা আমি এখন তবে চল্লাম। (প্রস্থান)

সুপা। তুমি আমার সঙ্গে আইস, তোমাকে আমি কিছু Lighter punishment দিব।

মধু। চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

—*—

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাগলা-গারদ।

(কেষ্ট ও বেষ্ট আসীন)

কেষ্ট। হ্যাঁরে ভাই বেষ্ট আমরা কি পাগল?

বেষ্ট। কে বলে হিঃ হিঃ হিঃ (হাস্য) আমাদের মাতা গোল। আমাদের কোন্‌খানটা গোল।

He who tells us mad, Surely he is bad,

কেষ্ট। বেষ্ট, তোমাতে বাইরান এসে আবির্ভাব হয়েছে নাকি? Spiritualism?

বেষ্ট। তবে একটা লেকচার দিই—স্বদেশের হয়ে।

কেষ্ট। দেখ যেন ছাঁকা সংস্কৃত ভাঙ্গা কথা হয়।

বেষ্ট। যখন কালেজে পড়তেম, তখন সংস্কৃত মনে ছিল এখন সব হজম করে বসে আছি। বিশেষতঃ মনের ম্যালিন্য

কেষ্ট। তোমাব হয়ে গেলে, আমি আবার একটী বলবার ইচ্ছা করচি'

বেষ্ট। (দণ্ডায়মান হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক) হে ভারত-বাসীগণ, হে প্রিয় ভ্রাতাগণ! আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমরা এই আমার পাগলামিটা প্রনিধান পূর্ব্বক শ্রবণ করবে। "ভারতবাসীগণ, তোমরা আর নিদ্রায় অচেতন হইয়া, অভী-ভূত হইয়া থাকিও না, একবার চক্ষুন্মিলন করিয়া দেখ ভার-তের কি দশা হয়েছে। সোণার ভারত কি ছিল, কি হলো? এদিকে কাবুলের আমীর পিতা পুত্রে বিবাদ বিষম্বাদ করে রুসিয়ানদিগের পদতলে লুণ্ঠিত, ওদিকে ব্রহ্মরাজ কেবিণী লইয়া বিবাদ করিতে প্রস্তুত, এদিকে চিনেরা যুদ্ধ করিতে ধাবিত, তোমরা যে সেই নিরীহ মেষের ন্যায় পরিশ্রম শীল গর্দ্ধবের ন্যায় পরীক্ষোত্তীর্ণতেই ব্যতিবস্ত। ভারত কি নি-র্জ্জীব? একথা কে বলিবে? এখানে কোটী কোটী ভারত-বাসীর বাস, এখানে সহস্র সহস্র মহীপাল, ভূপাল, নৃপালের বাস, এখানে অসংখ্য অসংখ্য রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর ও রাজা বাহাদুরের বাস, এখানে অগণনীয় মেষ, বৃষ, মহিষ রূপী ব্যয় দলের বাস। তবে কি ইহারা সজীব? এ কথাই বা কে বলিবে? ইহাদের মরণ বাঁচনের কাটি ইংরাজদিগের নিকট; ইংরাজেরা ইহাদের গাত্রে যখন যে কাটিটী ছোঁয়াইয়া দেন, তখনই তাহারা সেই দশা প্রাপ্ত হয়। ভারতের পূর্ব্বাবস্থা মনে পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়, এক্ষণকার অবস্থা

দেখিলে হতজ্ঞান হইতে হয়, ভারতের পুর্ব্ব পুরুষদিগের বীরত্ব পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়, এক্ষণকার যুবকদিগের বীরত্ব দেখিলে হাঁসিয়া গড়াগড়ি দিতে হয়, আর বালিসের নীচে মুখ লুকাইতে হয়। ভারতবাসীগণ, তোমরা এক ঐক্যতা অভাবে এরূপ হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছ, তাহা কি একবার নয়ন মেলিয়া দেখিতেছ না, তোমাদের অনৈক্যতায় বাঙ্গালী নাম অন্তর্হিত হইবার উদ্যোগ হইল তোমাদের অনৈক্যতায় ছোট বড় লাট সাহেবেরা যখন যে আইন কানন ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতেছেন। তোমরা কি এ সকল দেখিয়া অন্ধ প্রায় হইয়া থাকিবে। তোমাদের স্বাধীন হইতে বলি না, সে আশা তোমাদের পক্ষে দুরাশা, সে তোমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। আমার ইচ্ছা, তোমরা ঐক্যতা স্থাপনে যত্নবান হও, বাণিজ্যের উন্নতি কর, কৃষি কার্য্যের উন্নতি বিষয়ে সচেষ্ট হও, শারীরিক বল বীর্য্যের উৎকর্ষ সাধনে প্রাণপণ কর, মানসিক বৃত্তির উন্নতি যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও; দেখ এককালে এমন কি কিছু দিনের মধ্যে তোমাদের উন্নতি হয় কি না; দেখ তোমরা পূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতে পার কি না, দেখ তোমাদের দিন দিন গৌরব বৃদ্ধি হয় কি না। আমি পাগল বলে আমার কথা হাঁসিয়া উড়াইয়া দাও, দিলে, যদি আমার পরামর্শানুসারে চল, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের উন্নতি হইবে। কথায় যদি কেহ তোমরা বিশ্বাস না যাও, তাহা হইলে আমি বাপান্ত দিব্বি করে বোল্‌তে পারি। শুন ভালই, না শুন নাচার। (উপাবেশন)

কেষ্ট। বেষ্ট বেস বলেছ; কিন্তু তোমার ও সকল কথা বলা আর দুর্ব্বা বনে মুক্তা ছড়ান একই কথা।

বেষ্ট। আঃ আমার মাতাটা গরম হয়ে উঠেছে। জল তৃষ্ণাও পেয়েছে, একটু জল খাই। (জলপান ও মাতায় জল দান)

কেষ্ট। আমিও একটী বক্তৃতা করবো প্রতিশ্রুত হয়েছি, তবে যাহা হউক একটা পাগলামো করে ফেলি। হিঃ হিঃ হিঃ (হাস্য সহকারে গাত্রোত্থান) হে বঙ্গবাসীগণ, তোমরা সুরাপান কর, তোমাদের পেটে প্লীহা, যকৃত, অগ্রমাস, কার্সর, ঘন্টা, পঞ্চপ্রদীপ রূপ পুত্র জন্মিবে, তাহারাই তোমাদিগকে পাকা আঁবের মত চকলা চকলা করে ছাড়িয়ে ভক্ষণ করবে। তোমাদের আর বঙ্গে মুখ দেখাইবার প্রয়োজন কি? তোমরা অকাল কুষ্মাণ্ডবৎ; তোমরা বঙ্গ মাতাকে অনাথিনী,—পাগলিনী,—ভিকারিনী,—কাঙ্গালিনী দেখিতেছ, তথাপি তাহার একটী কোন সদুপায় করিতেছ না। তোমাদের মাতা বিজাতীয়ের দাসী, তোমাদের মাতা অনেক দিবসাবধি পরের দাসত্ব করিতেছে, তথাপি তোমরা একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখ না। তোমরা লেখা পড়ার গর্ব্ব কর, তোমরা সভ্য হইয়াছ পথে পথে বলিয়া বেড়াও, তোমরা ধার্ম্মিক হয়েছ বলিয়া ভাণ করিয়া বেড়াও। তোমাদিগকে ধিক্ তোমাদের জাত্যভিমানকে ধিক্, তোমাদের লেখা পড়া শিক্ষা করাকে ধিক। তোমরা না আর্য্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেছ? তোমরা না ম্লেচ্ছদিগকে ঘৃণা করিতে? তোমরা না আর্য্য বংশীয় বলিয়া ভুবন বিখ্যাত? তোমাদের

এখন সে বীর্য্য কোথায় ? তোমাদের এখন সে সাহস কো-থায় ? তাই বলিতেছি যাহাতে তোমাদের নাম লোপ হয়, যাহাতে অন্য জাতীয়েরা তোমাদিগকে ঘৃণা করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও। তোমাদের এ রোগ উপশমের এক মাত্র উপায় সুরা, সেই সুরা তোমাদের এখন সুধা হউক, তাহাই এখন তোমাদের অমৃত হউক। তোমরা সেই সুরা রূপ সুধা গ্লাশ গ্লাশ বোতল বোতল পিপা পিপা পান কর, শীঘ্রই রোগের উপশম হইবে। যাহারা তোমাদিগকে সুরাপান করিতে নিষেধ করে, যাহারা সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করে; তাহারা তোমাদিগের শত্রু, তোমাদের পরম বৈরী, আমি তোমাদের এক জন যথার্থ হিতেচ্ছু, আমিও ভুক্ত-ভোগী, আমার মনোবেদনা তোমাদিগকে জানাইলাম, এখন তোমাদের যাহা ভাল বিবেচনা হয়, কর। (উপবেশন)

বেষ্ট। কেষ্ট দাদা, বেশ বলিছিস। এখন দুই জনে নৃত্য করি আয়। (উভয়ে নৃত্য)

বাউলের সুর।

মন আশা যাওয়া এক্কা।
ধুমধড়ক্কা দেখ সকলি হয় ফক্কা॥
চক্‌চকি চাক্‌চিক্য চাকি, মন জোবে দিচ্চ ছক্কা।
ভস্মেতে ঘি ঢাল্‌চো কেবল পড়ে মনের ধোক্কা॥
মন নয়-দরজার ঘরে থাক, মন বল্‌চি তোরে পাক্কা।
এই নিশ্বাসকে বিশ্বাস করো না, কখন পার্বি অক্কা॥
মন আপ্ত ধর্ম্ম করে বেড়াও, খেয়ে ষড় রিপুর ধাক্কা।
তীর্থ ভ্রমণ করে বেড়াও আর কাশী কাঞ্চী মক্কা॥

পঞ্চম অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবনাথ বাবুর অন্তঃপুর—সুর-বালার গৃহ।

সুর। (গণ্ডদেশে হস্ত রাখিয়া) বিধি তুমি কি নির্দয়? এ কথা তোমাকে কে বলিবে; আমার অদৃষ্টেব লিখন, অবশ্যই ফলিবে, তোমার দোষ দেওয়া বৃথা। ভগবান তোমার মনে যে এই সকল ছিল, আমার অদৃষ্টে এত দুঃখ লেখা আছে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। আমি বাপ মার বড় আদুরে মেয়ে ছিলাম, তাঁরা সাধ করে জমিদারেব বাড়ি বিবাহ দিয়েছিলেন, কেন না আমি সুখী হবো। ইহা অপেক্ষা যদি আমার দরিদ্র পথের ভিকাবীর সহিত বিবাহ দিতেন, তাহা হইলে আমি শত সহস্র গুণে সুখী হতাম। এখন আমি অনাথিনী, পথের ভিখারিনী। এখন আমায় বোলতে কেউ নেই, আমার মুখ পানে চায়, এ পৃথিবীতে একজনও দেখিতে পাই না। তবে এ পোডা জীবন ধারণে ফল কি? পোড়া মন, তুমি কি পরে সুখী হবে আশা করিতেছ? তুমি কি পরমারাধ্য স্বামীর পদ সেবা করিবে ইচ্ছা করিতেছ? সে তোমার পক্ষে বিড়ম্বনা। তোমার অদৃষ্টে যদি সুখ থাকিত, তাহা হইলে এতদূর দুর্দ্দশা কখনই হতো না। এখন পিতা মাতার অবর্ত্তমানে বাপের বাড়ি যাব কি বলে? আমার ভাইরা কি বলিবে? মামারা দরিদ্র, আমি গেলে তাঁদের কষ্ট ব্যতিরেকে আর কিছুই হবে না। শ্বশুর বাড়ির এই দশা হলো! তবে কোথায় যাই? কি করি? এখন কে আমার মুখ পানে চাহিবে (ক্রন্দন) আমার শ্বশুরের অন্ন ছত্র ছিল, তিনি

শুনেছি সহস্র সহস্র অনাথাকে প্রত্যহ অন্ন দান করতেন, আমার স্বামীও শত শত দরিদ্র লোক.ক প্রত্যহ অন্ন দিয়েছেন। এখন আমি এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত—বসনাভাবে গামছা পরিধান—দাসী অভাবে দাস্যবৃত্তি। ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের আর কি হইতে পারে? আমি আর কত দিন আশা পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিব। জগদীশ্বর, পরমপিতা পরমেশ্বর, আমাকে তোমার নিকট লয়ে যাও; এ পোড়া মুখ আর লোকের নিকট দেখাতে চাহি না। স্বামী-প্রভু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবো, তোমার দোষ নাই, আমার পোড়া অদৃষ্টের দোষ! (ক্রন্দন) না, আর বৃথা ক্রন্দন করবো না; তারা দাদার যাবার সময় হলো। কাল যে পত্র খানি লিখে রেখেছি, সেইখানি দিই। কি উত্তর লেখেন তারির আশায় রহিলাম। পত্র একবার পাঠ করে দিই, যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে। (পত্র পাঠ)

নাথ! এ দাসী তোমার চরণ দর্শন আশায় আজিও জীবন ধারণ করে আছে, তা না হলে এতদিন পৃথিবী পরিত্যাগ করত। চাতক যেমন জলপান আশয়ে ঊর্দ্ধে হাঁ করিয়া বেড়ায়, এ দাসীও তদ্রুপ আপনার মুখচন্দ্র দেখিবে বলিয়া চাতকিনী হইয়া আছে। আমি তোমা বিহনে অনাথিনী পাগলিনী, কাঁঙ্গালিনী, ভিকারিনী হয়ে আছি। আমাকে, আমার বল্‌তে কেহই নাই। আমি মাসের মধ্যে পোনের দিবস অনাহারে থাকি, তথাপি আমাকে জিজ্ঞাসা করবার কেহই নাই। নাথ, এদাসী এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়াছে, একখানি বস্ত্রের জন্য কোপীন ধারণ করিতে

বাধ্য হইয়াছে; তথাপি দুঃখিত নহে, সে কেবল তোমার শ্রীচরণ দেখিবার মানসে। নাথ, এ দাসীর এই ভিক্ষা এই প্রার্থনা, আপনার সময় অতীত হইয়া আসিল, আপনি বাটী আসুন, তাহা হইলেই এদাসী চরিতার্থ হইবে, সকল কষ্ট সকল দুঃখ বিস্মৃত হইবে। নাথ, এক্ষণে আপনার দাস দাসী নাই বলিয়া কষ্ট হইবে একথা কখনই মনে স্থান দিবেন না, আপনি বাটী আসুন, আমি আপনার দাসী, আমি আপনার পদ সেবা করিবো, আমি আপনার শ্রীচরণ ভূমে নামাইতে দিব না, বক্ষে ধারণ করিয়া থাকিব।

শ্রীচরণাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীমতী সুরবালা—

আর বিলম্ব করা হবে না, তারা দাদা এখনি বাবুর কাছে চলে যাবে, তা হলে আজ আর দেওয়া হবে না। একবার ডাকি। (উচ্চৈস্বরে) তারা দাদা, যাবার সময় আমার নিকট একবার হয়ে যেও।

নেপথ্যে। আচ্ছা যাব এখন।

সুর। (স্বগতঃ) পত্রের প্রত্যুত্তর আন্‌তে বলে দিতে হবে, তা না হলে তাঁহার মনোগত ভাব কি, জান্‌তে পারবো না।

(তারার প্রবেশ)

তারা। কৈ কি বল্‌বে বল, আজ আমার বাড়িতে অনেক কাজ আছে, আজ বাবুর সঙ্গে দেখা করেই চলে আসবো।

সুর। (অধোবদনে) তারা দাদা, আর খালাস পেতে কয় দিন বাকী আছে।

তারা। আর দুই এক দিনের মধ্যেই আসবেন।

স্থর। আচ্ছা তুমি এই পত্র খানি তাঁকে দিও। (পত্র প্রদান) আর এর এক খানি প্রত্যুত্তর লিখিয়ে এন। তারা দাদা, তুমিই আমার যথার্থ দুঃখের দুঃখী; দেখ, এত পাড়া প্রতিবাসী আছে, এত লোক জন আছে, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করবার কেহই নাই। দুঃখের সময় কেহই কাহার পানে চায় না। (ক্রন্দন)

তারা। দিদি, তোমাকে কিছু বোলতে হবে না, আমার যতক্ষণ জীবন থাক্‌বে, ততক্ষণ তোমাদের কর্ম্ম করব। আর কাঁদবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে পত্রের জবাব এনে দিব। (প্রস্থান)

স্থর। আমার এ সংসারে একবার মুখের কথা কয়ে জিজ্ঞাসা করবার কেহ নাই। বসন্ত একবার একবার আসতো, ইদানি আমি খেতে পাই না দেখে, আমি একখানি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে থাকি বলে, তাহারও আমার প্রতি ঘৃণা হয়ে থাক্‌বে। সময়ের গুণ এমনি, দুঃসময় পড়লে বন্ধু বিচ্ছেদ হয়, আপন পর হয়, দাস দাসী বিরূপ হয়, কাহারও সঙ্গে স্থবাদ সম্পর্ক থাকে না।

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। কি হর্চ্চে স্থরবালা?

স্থর। বসন্ত দিদি এসেছ, এস দিদি এস, তবু ভাল, তোমার যে মনে পড়লো এই ঢের। অনেক দিন আস নাই, আমি এই মাত্র মনে করছিলাম যে তুমি আমাকে বিস্মৃত হইয়া থাকবে। তা দিদি যদি গরীবের বাড়ি এলে তো বস।

বসন্ত। (উপবেশন করণান্তর) আজ তুমি আমাকে অমন কথা বলে দুঃখ করলে কেন? আমি কি দিদি তোমার পর? বাড়িতে ব্যায়ারাম হয়েছিল বলে এ কয়দিন আস্‌তে পারি নাই; তাহাতে তুমি আমার উপর রাগ করলে?

সুর। না বোন তা না, এখন আমার দুঃসময় পড়েছে বলে মনে মনে কত চিন্তাই হয়। দেখ না কেন বোন আমাদের যখন ভাল সময় অর্থাৎ সুসময় ছিল, তখন পাড়ার যাবতীয় লোক আমাদের বাড়ি আস্‌তেন গল্প গাছা কর্ত্তেন; মনে মনে কত আনন্দ হতো। এখন দেখ—কর্ত্তার জেল হওয়া পর্য্যন্ত কেহই আমাদের বাড়ির চতুঃসীমায় আসেন না, আমার সঙ্গে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে চলে যান।

বসন্ত। আমার ভাই সেরূপ স্বভাব নয়। আমার দেখ না কেন বোন্, আগেও যা ছিল, এখন তার কিছু বৈলক্ষণ্য দেখেছ?

সুর। না বোন তোমাতে আমাতে তো সে ভাব নয়। বোধ হয় যেন আমরা দুজনে এক মায়ের পেটে জন্মেছি।

বসন্ত। তা আবার বলতে? আচ্ছা, শিব বাবুর আসবার আর কত বিলম্ব আছে?

সুর। আর বড় বিলম্ব নাই, দুই এক দিনের মধ্যে খালাস্ পাবেন।

বসন্ত। আহা, ভগবান তাই করুন। শিব বাবুর সুমতি হউক, সুস্বরস্বতী স্কন্ধে চাপুন, বাড়ি আসুন, এইবার কিছু বোন তুমি হাতে পায়ে ধরে কেঁদে কেটে বুঝিয়ে বলো।

সুর। তা কি দিদি তোমাকে বল্‌তে হবে?

বস। আহা, শিব বাবু এত বড় লোকের ছেলে, যাঁর বাপের নামে বাঘে গরুতে একত্রে জল খেত, যাঁর টাকায় ছাতা ধরত, যার টাকাতে শুক্তি বাদ যেত, তাঁর ছেলে হয়ে কি না সামান্য ২০। ৩০ হাজার টাকার জন্য জেলে বাস করতে হলো। ছিঃ ছিঃ এ কি কম ঘৃণার কথা গা। দেখেছ বোন ইদানী শিব বাবুর কি বিশ্রী চেহারা হয়েছিল। আহা! অমন কার্ত্তিকের মত চেয়ারা, চাঁপা ফুলের মত রং গোলাল শরীর খানি; এদিকে একেবারে বিবর্ণ হয়েছিল। বাস্তবিক দেখ্‌লে চক্ দিয়ে জল পড়তে থাকে। বিরাজী বেটীই তো শিব বাবুর সর্ব্বনাশ কল্লে; যথা সর্ব্বস্ব ফাকি দিয়ে নিলে ভাল ভাল কাশ্মীরি শাল, বারাণসী কাপড় মুক্তার মালা, জড়োয়া গয়না, এ ছাড়া নগদ টাকা প্রায় এক লক্ষ হবে।

সুর। দিদি ও সব কথা আর মুখে এন না প্রাণটা হুঃহুঃ কত্তে থাকে। অত টাকা বৃথা অপব্যয় করলেন, কিন্তু এখন আমি অন্নের জন্য লালায়িত। (ক্রন্দন)

বস। ছিঃ বোন্ কেঁদ না, অদৃষ্টের লিখন কেহই খণ্ডন কর্ত্তে পারে না।

সুর। বসন্ত দিদি, আজ তারা দাদাকে দিয়ে এক খানি পত্র পাঠিয়েছি, আর প্রত্যুত্তর আনবার জন্যও লিখে দিয়েছি। তাই তো তারা দাদা বলে গিয়েছিল যে শীঘ্র আ-সবে, কিন্তু এক্ষণেও আস্‌চে না কেন!

বস। যদি শীঘ্র আস্‌বে বলে গিয়ে থাকে, তা হলে আসে আর কি ভাবনা কেন?

সুর। তা নয়—তবে কি না মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে

(তারার প্রবেশ)

বস। এই তুমি যার জন্য ভেবে আকুল হয়েছিলে, সেই এসেছে। শিব বাবু কিছু চিঠির জবাব লিখেছেন ?

তারা। লিখেছেন এই নাও (পত্র-দান)

সুর। দেখি, দেখি একবার, আমার মনটা কেমন করচে।

বস। ভয় নাই, আমি খেয়ে ফেলবো না।

সুর। রাগ করলে বোন ? আমার মনটা নাকি বড় ব্যাকুল হয়েছে, তাই পত্রখানি পড়বার জন্য কিছু ইচ্ছুক হয়েছি।

বস। আচ্ছা তুমি একটু চেঁচিয়ে পড, আমি শুনি।

সুর। সে ভাল কথা — (পত্র পাঠ) "তোমার আর আদর কাডাতে হবে না, তোমার আর ভালবাসা জানাতে হবে না, আমি সব জানি। তুমি অনাথিনী, কাঙ্গালিনী, ভিখারিনী হলে তো আমার সকলই বয়ে গেল। আমার বিরাজ বেঁচে থাক, তা হলেই আমি সুখী হবো। তুমি মর আর বাঁচ তাতে আমার ক্ষতিও নাই লাভও নাই। তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর—আমার আশায় থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

বস। শিব বাবু কি নিষ্ঠুর, এমন শক্ত শক্ত কথা গুল কি করে লিখেছেন ?

তারা। আমি চল্লাম, অনেক দরকার আছে। (প্রস্থান)

সুর। (বসন্তের গলা ধরিয়া) দিদি, আমার এ সংসারে আর কেহই নাই। (ক্রন্দন) আমি এত দিন যাঁর মুখ পানে চেয়ে ছিলেম, যাঁর জন্য এত দিন এই শরীর মাটি করেছি তিনি আজ আমাকে এমন হৃদয় বিদারক কথা কি করে

বল্লেন ? বিরাজ তাঁর আপনার হলো, আর আমি পর হলেম ? আমি মরে যাই, আর বেঁচে থাকি, তাঁর তাতে লাভ নাই ক্ষতিও নাই, তার বিরাজ বেঁচে থাক্‌লেই হলো। (ক্রন্দন) এ কথা শুনে আমার শরীর কাঁপচে, আমার বুক দুড় দুড় কচ্চে। একথা শুনে এখনও আমি মরি নাই কেন ? নিষ্ঠুর প্রাণ, তুই এই বিদীর্ণকর কথা শুনে এখনও এই পোড়া দেহে রয়েছিস। তোরেই ধিক্‌! তোর কি অভাগিনীকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করচে না ? (ক্রন্দন) বসন্ত দিদি, তুমি আমার মার পেটের বোনের মত, তুমি যদি আমাকে সুখী করতে চাও, তা হলে তরোয়ার দিয়ে আমার মাতাকে দ্বিখণ্ড করে ফেল। আমার শরীর শীতল হউক, মন ধৈর্য্যাবলম্বন করুক, প্রাণ ঠাণ্ডা হউক। আমি আর মনের আগুণে জ্বল্‌তে পারি না। (মূর্চ্ছা)

বসন্ত। আহা, ছুঁড়ির কি কষ্ট গা—একটু বাতাস করি (তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন) তাই তো শিব বাবুর আজিও চৈতন্য হলো না ? তিনি কচি খোকা নন যে তাঁরে বুঝাতে হবে। সে কি গো ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আর কিছু নয় ছুঁড়ি পাগল হয়ে গেল আর কি! একে সুরর মূর্চ্ছাগত পীড়া আছে, তার উপর আবার এই কষ্ট, এই যাতনা।

সুর। দিদি, আমাকে বিদায় দাও—এ যাত্রা—তোমার নিকট আমার এই শেষ ভিক্ষা—তোমার নিকট যে অপরাধ করেছি, তাহা ক্ষমা কর— (ক্রন্দন)

বসন্ত। ছিঃ তুমি তো অবুঝ নহ। অমন সব পাগলামি করে। শিব বাবু রাগের মাতায় কি লিখেছেন, সেইটা কি

ধর্ত্তে হয়? তিনি বাড়ি আসেন দেখ না—তিনি তোমারই হবেন। আচ্ছা আমি এখন বাড়ি চল্লাম। বাড়ি গিয়াই মল্লিকাকে পাঠিয়ে দিব। তুমি উঠে বস।

সুর। দিদি ক্ষমা কর—আমার অপরাধ লইও না—

বসন্ত। ছিঃ পাগল কোথাকার! আমি মল্লিকাকে এখনি পাঠিয়ে দিতেছি। (প্রস্থান)

সুর। স্বামী—গুরু—প্রভূ, তোমার নিন্দা করা তোমার অপযশ করা আমার কখনই উচিত নয়। "আমার রিরাজ বেঁচে থাক তা হলেই আমি সুখী হবো" এই কি তোমার উক্তি হলো? নাথ, এ দাসী তোমার চরণে কত অপরাধ করেছে, এদাসী তোমাকে কত জ্বালাতনই করেছে, তা কেন জীবীতেশ্বর তুমি আমাকে এক দিনের জন্য বল নাই। এ দাসী পৃথিবী পরিত্যাগ করে, আর থাক্‌বে না, আর তোমার সুখের পথে কন্টক হবে না। নাথ, তুমি মনের সুখে থাক, ভুমি চিরসুখী হও, এই আমার ইচ্ছা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, তোমাকে কখন অসুখী করবেন না। "বিরাজী বেঁচে থাকলেই তোমার সুখ„—আর কন্টক হবো না। (গলদেশে ছুরিকাঘাত পতন ও মৃত্যু)

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সোণাগাছী—বিরাজের বাটী।

(বিরাজ আসীনা।)

বিরাজ। (স্বগতঃ) তাই তো ছোট রাজা বাহাদুর আজ

কয় দিন আসচেন না কেন? আমার বোধ হয় সেই যে বাড়ি খানা কিনে দিবার কথা বলেছিলেম তাইতে বোধ করি পেচিয়েছেন। তা আমাকে তো বললেই হতো—আমি কি টাকা দিতে পারতেম না—আমি আজিও এত গরীব হই নাই যে এক খানা বাড়ি ১০।২০ হাজার টাকা দিয়ে কিন্‌তে পারি না। আজ বোধ করি আসবেন—এলে পরে খুব কাড়ব এখন।

নেপথ্যে। বিরাজ আমার ফেরজা বিবি।

বিরাজ। কে গা? (স্বগতঃ) এ তো রাজা বাহাদুরের মত গলা নয়, তবে আবার কে এল? আবার আদর করে ফেরজা বিবি বলে ডাকা হচ্চে?

নেপথ্যে। চিন্‌তে পারবে না, একবার দ্বারটা খুলে দিতে বল তো দেখা করে যাই।

বিরাজ। নাম না বল্লে দ্বার খোলা হবে না।

নেপথ্যে। আমার নাম শিব।

বিরাজ। আচ্ছা যাচ্চে। (স্বগতঃ) হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) শিবনাথ বাবু জেল থেকে এসেছে, আজ বিলক্ষণ এক চোট বোল্‌তে হবে।

(শিবনাথের প্রবেশ)

শিব। প্রাতঃপ্রণাম, কোটী কোটী প্রণাম তব চরণে। বাবা ফিরে আসবো আর মনে ছিল না।

বিরাজ। তারপর শিব বাবু শ্বশুর বাড়ি থেকে এলে কবে?

শিব। শ্বশুর বাড়ি—সে যে যমের বাড়ি।

বিরাজ। এই যে বেশ মোটা হয়েছ দেখ্‌তে পাচ্চি?

শিব। তোমাব চকে আগুণ লাগুক। আমি ছিলেম সেখানে মরে, উনি বল্লেন তুমি মোটা হয়েছ।

বিরাজ। সে যাহা হউক শ্রীঘর শ্রীমন্দির থেকে কবে এলে ?

শিব। এই মাত্র আসচি, এখনও বাডি যাই নাই। তোমাব উপর নাকি আমাব প্রাণ পড়ে আছে, তোমাব মুখ খানি আমার শয়নে স্বপনে মনে পড়তো তাই একবার দেখ্‌তে এলাম।

বিরাজ। বাড়ি আর যাবে কোন চুলয় ?

শিব। কেন আমার বাড়ি কি হয়েছে ?

বিরাজ। সে বিক্রয় হয় নাই ?

শিব। তা কি হবার যো আছে। সে যে দেবত্তব।

বিরাজ। তারপব জেল খানায় কেমন থাকা হয়েছিল। কেমন সুখে ছিলে ?

শিব। না বাবা সেখানে কিছু মাত্র কষ্ট ছিল না ডাক্তার রহেছে, কবিবাজ রহেছে, চাকর রহেছে, ব্রাহ্মণ রহেছে। কোন অসুখ ছিল না। আর সেখানে অনেক বন্ধু বান্ধব হয়েছিল, আমার আসবার ইচ্ছাই ছিল না। বড় সুখের স্থান।

বিরাজ। এখন বাড়ি যাও। গিন্নি ভেবে অস্থিব হয়েছে।

ওহে শিবনাথ বাবু,
এখন হযেছ কাবু,
রহিল কোথায় তাঁবু ?
বাডি ফিরে যাও বাবু ॥

শিব। এত তাড়াবার জন্য চেষ্টা কেন ?

বিরাজ। তা নয় ভাই— ছোট রাজা বাহাদুর এখনি আসবেন, তিনি যদি তোমাকে এখানে দেখতে পান, তা হলে আমাকে কেটে টুকর টুকর করে জলে ভাসিয়ে দিবেন, তাই বলছিলেম বাড়ি যাও।

শিব। (স্বগতঃ) দুঃসময় হলে কেহই মান্য করে না, এই বিরাজ আগে কত মনোরঞ্জন করত, এখন আমার কপাল ভেঙ্গেছে বলে ভাল করে কথা কয় না। হাঃ পোড়া অদৃষ্ট, হাঃ পোড়া কপাল, হাঃ বিধি আমার অদৃষ্টে কি এতদূর অপমান লিখেছিলে ? (প্রকাশ্যে) তা এত অপমান করিবার প্রয়োজনকি ? দ্বার খুলে না দিলেই হতো।

বিরাজ। অপমানটা আর কি করলেম ? নাতি মারি নাই, জুতা মারি নাই, খেঙ্গরা মারি নাই—এতে আর অপমানটা কি করা হলো ? বলবার মধ্যে বলেছি বাড়ি যাও ?

শিব। এর অপেক্ষা ভদ্র লোককে আর কি বল্‌তে যাও ?

বিরাজ। আজ কালি যে ভারি অভিমান হয়েছে। এই যে একটা কথায় বলে "ভাঁড় আছে কর্পুর নাই", তোমার ও তাই হয়েছে দেখ্‌তে পাই যে।

শিব। আমার ঘাট হয়েছে—তোমার বাড়ি এসেছি, এই আমার বাবার ঘাট হয়েছে। এই নাকে কানে খত দিলেম, আর কখন বেশ্যালয়ে যাব না। তোমার বাড়ি যদি না আসতেম তা হলে কি আজ আমার এ দুর্দ্দশা হয় ? তোমার বাড়ি এসেই তো আমার ভিটে মাটি চাটি হয়েছে। এখন পথে পথে দ্বারে দ্বারে রাস্তায় রাস্তায় সাধারণকে সাবধান করে বলে বেড়াব, আর যেন কোন ভদ্র লোক বেশ্যালয়ে

না যান। আমার বাপের অতুল ঐশ্বর্য্য তোমার পাদপদ্মে ঢেলেছি, এখন একবার তোমার বাড়ি এসে বসেছি, বলে বেরিয়ে যেতে বলো? আমি ঠেকে শিখ্লেম; এখন আমি সকল ভদ্র সন্তানকে সাবধান করে দিব, কেহ যেন বেশ্যার মায়া কান্নায় ভুলে না যান। আমি বিপুলার্থ ব্যয় করে বেশ্যার প্রিয় হতে পারলেম না, আর লোকে দুই পাঁচ শত টাকা দিয়ে তাদের প্রিয় হবে, বড় আশ্চয্য। আর বসিব না, যাই রাস্তার রাস্তায় বলে বেড়াইগে কোন ভদ্র সন্তান আর যেন আমার মত দুর্দ্দশা গ্রস্ত না হন। (বেগে প্রস্থান)

বিরাজ। আহা, শিব বাবুকে এতদূর অপমান করা ভাল হয় নাই—যার হতে আমি এত বিষয় করলেম, যার হতে মুক্তার মালা হারে জহরৎ পরলেম, যার হতে এখন রাজা রাজড়া পেলাম, তারে এতদূর বলা ভাল হয় নাই। আমার পোড়ার মুখ, আমার পোড়া কপাল। যাই একবার বারাণ্ডা থেকে ডাকি গিয়ে। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবনাথ বাবুর বৈটকখানা।

(শিবনাথ বাবু একাকী উপবিষ্ট)

শিব। তাই তো বিরাজী বেটীকে জব্দ করি কি করে বিরাজী আমার যথা সর্ব্বস্ব নিলে, পথের ভিকারী করলে আমাকে জেলে বাস করালে। এর চেয়ে ভদ্র সন্তানের আর কি হতে পারে? আমিতো বিলক্ষণ ঠেকে শিখেছি, এখন

অন্যান্য ভদ্র সন্তানকে কি করে বারণ করি? তাঁদের বাড়ি বাড়ি বলে বেড়ান হতে পারে না, তা হলে লোকে গায়ে থুথু দিবে। তবে কি করি? এক খানি বিজ্ঞাপনে আমার দুর্দশাটী বিশেষ করে বর্ণনা করিয়ে ছাপাইয়া রাস্তায় রাস্তায় গলি গলি মেরে দিই; লোকে প'ড় অবশ্যই বেশ্যালয়ে যাইতে ঘৃণা করবে। সে যাহা হউক, আমার এত বড় বাড়ি জন শূন্য হয়েছে, যে বাড়িতে লোক ধরত না, যে বাড়িতে নিত্য ক্রিয়া কলাপ হতো, যে বাড়িতে বার মানই ব্রাহ্মণ ভোজন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ হতো,সেই বাড়ি আজ জঙ্গলে আবৃত হয়ে আছে। যে বাড়িতে প্রবেশ করলে লোকে খুসি হতো, সে বাড়িতে প্রবেশ করতে শরীর ভয়ে কম্পবান হয়, এখন শিয়াল কুক্কুরের বাসস্থান হয়েছে। যে বৈটকখানায় বড় বড় গাহকেরা অষ্ট প্রহর নানা প্রকার রাগ-রাগিণী মিলাইয়া সংগীত করত, সে বৈটকখানা এখন চড়াই পক্ষির আবাস স্থান হয়েছে। তাহারা কিচ্‌মিচ্ করে আপনার মনের সাধে গান করচে। যা হোক, এখন তো বাড়ি এলেম, কি করি, কোথায় যাই? এদেশে তো যতদূর অপমান হবার তা হয়েছি, এখানে থাক্‌লে অপমান ভিন্ন মান বৃদ্ধি হবে না। জগদীশ্বর কাহাকে ভাঙ্গচেন, কাহাকে গড়চেন কিছুই বলবার যো নাই। ভগবান, আমার অদৃষ্টে যে এতদূর অপমান, এতদূর কষ্ট লিখেছিলে, এ স্বপ্নের অগোচর। দয়াময়! আর পৃথিবীতে থাকতে চাই না, এখন আমাকে শীঘ্র শীঘ্র তোমার কাছে নিয়ে চল তা হলেই এ জলন্ত শরীর নির্ব্বাণ হবে। পরমেশ্বর আমাকে কেন দীন

দরিদ্রের ঘরে পাঠাও নাই, তা হলে তো আমার মান অপ-মানের ভয় থাক্‌তো না, আর আমার এমন নীচ প্রবৃত্তিও হতো না। জগদীশ্বর সে যা হবার তা হয়েছে, এখন আমাকে শীঘ্র শীঘ্র ডেকে নাও। আর এক মুহূর্ত্ত পৃথিবীতে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না। (মৌনভাবে উপবেশন)

নেপথ্যে। বাড়িতে কে আছ গা ?

শিব। কে ও এই দিকে এস।

(মধুর প্রবেশ)

মধু। কবে এলে শিব বাবু ? কেমন আছ তা বলো ? (উভয়ে কোলাকুলি)

শিব। আর মধু দাদা কেমন আছি ? আমাতে কি আর আমি আছি ? যা দেখচো কেবল কায়াটা আছে। আমি কাল রাত্রে এসেছি। তুমি কবে এলে বল ?

মধু। আমি এই মাত্র আস্‌ছি। এখনও বাড়ি যাই নাই, মনে করলেম তুমি এসেছ কি না একবার দেখা করে যাই।

শিব। তা বেশ করেছ, আমাকে না কি তুমি যথেষ্ট ভাল বাস, তাই এলে। আচ্ছা গোপাল, তারিণী কোথায় ?

মধু। আমি শুনেছি, তারা উভয়েই মারা গিয়াছে।

শিব। কেমন করে মারা গেল ?

মধু। শুনেছি, গোপাল যশোহর জেলে রক্ত বমন করে প্রাণত্যাগ করেছে। আর তারিণী যখন বর্দ্ধমানে ছিল, তখন ম্যালিরিয়া জ্বরে ভুগে ভুগে প্রাণত্যাগ করেছে।

শিব। আচ্ছা, গোপালের তো কন জম্‌সন ছিল না ? আমার সঙ্গে এতদিন বেড়িয়েছে, কৈ তা তো কখন দেখি নাই।

মধু। রক্ত উঠা কাশ আগে বুঝি মানুষের থাকে? জেলে গেলেই মারের ধমকে, আর কল ঠেলে আপনা আপনিই রক্ত উঠতে থাকে।

শিব। বল কি?

মধু। তা নয় তো কি? তোমারা তো দেওয়ানী জেলে ছিলে, সেখানে আর কষ্টটা কি বলো? খাও দাও নিদ্র যাও। বাবা যদি ফৌজদারী জেলে যেতে, তা হলে আজও হাড় কখানা খুঁজে পাওয়া যেত না। আমি নাকি নিতান্তা আট কপালে ছেলে, আর মা বলতেন আমি নাকি এগারো মাসে হয়েছিলেম, সেই জন্য হাড় কখানা ফিরিয়ে এনেছি।

শিব। বল কি? এ যে ব্রিটিশ রাজত্ব?

মধু। তা বলে কি হবার যো আছে। গবর্ণমেণ্ট কি বলে দিয়েছেন, যে দশ বেত সহ্য করতে পারবে না, তাকে কুড়ি বেত মারবে। যে আধ ঘন্টা কল ঘুরাতে পারবে না, তাহাকে দুই ঘন্টা কল ঘুরাতে দিবে। যে এক মণ পাথর ভাঙ্গতে পারবে না, তাকে পাঁচ মণ পাথর ভাঙ্গতে দিবে। ও সকল কর্ম্মচারী বাহাদুরেরা যাহাকে যেরূপ ইচ্ছা, তাহাকে সেই-রূপ খাটিয়ে নেন।

শিব। বল কি এমন গতিক?

মধু। হ্যাঁ ভাই, আমার পেটে এখনও অনেক কথা আছে, এখন বলবার সময় নাই।

শিব। মধু দাদা তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছা হচ্চে না। দেখ এত বড় বাড়ি জন প্রাণী নাই।

মধু। কেন তোমার স্ত্রী?

শিব। সে বাড়ির ভিতর একা আছে বইতো নয়।

মধু। ধন্য মেয়ে যাহা হউক, ধন্য বুদ্ধিমতী, একেলা তবু তো সংসার করচে।

শিব। হ্যাঁ তা আবার বল্‌তে।

মধু। তবু তুমি তাকে দেখ্‌তে পারতে না, সে সর্ব্বদাই ক্রন্দন কর তো।

শিব। সে যাহা হউক, এখন কি করা যায় বল দিখিন। মধু দাদা বল্‌তে কি আমার তো এদেশে থাকতে এক মূহুর্ত্ত ইচ্ছে করে না। যে দেখবে সেই গায়ে থুথু দিবে।

মধু। আমি এইবার কাশী বাস করবো মনে কচ্চি। স্ত্রী-পুরুষে কাশী গিয়ে থাকবো।

শিব। মন্দ কথা নয়, বেশ বলেছ। আমিও বাড়ি ঘর খানা বিক্রয় করে স্ত্রীপুরুষে কাশী গিয়ে থাক্‌বে। তবে একত্রে যাওয়া যাক চল। এ মন্দ পরামর্শ দাও নাই।

মধু। তা হলে বড় ভাল হয়। আমরা সকলে একত্রে থা-কবো। ভগবান্ এক রকম না রকমে চালিয়ে দিবেন।

শিব। তবে বাড়ি খানা যাহাতে বিক্রয় হয়, তাহার চেষ্টা করি।

মধু। হ্যাঁ তা করবে বই কি।

শিব। তবে তুমি এখন বাড়ি যাও, মোদ্দা শীঘ্র এস।

মধু। আস্‌বো বই কি! (প্রস্থান)

শিব। তাই তো সুরবালার কাছে কি বলে মুখ দেখাই। যাই দেখি গিয়ে। (প্রস্থান)

—*—

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(শয্যা উপরে সুরবালার মৃত দেহ)

শিব। (স্বগতঃ) তাই তো সুরবালার কাছে কি করে মুখ দেখাবো? এই কাল অমন কর্কশ চিঠি লিখেছিলেম, আজ কি বলে সম্ভাষর্ণ করবো? আমার সুরবালা সেরূপ লোক নয়। আহা, ভগবান আমাকে এমন স্ত্রী দিয়েছেন, কিন্তু যথার্থ কথা বোলতে কি আমি এক দিনের জন্য তাকে সুখী করলেন না। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করতঃ দৃষ্টি) এই যে সুর একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান করে নিদ্রা যাচ্চে। আহাঃ সুর এতদূর কষ্ট পেয়েছে, এত যন্ত্রণা সহ্য করেছে, তবু দুঃখিত নহে। দিব্য অকাতরে নিদ্রা যাচ্চে। এমন স্ত্রীকেও আমি যন্ত্রণা দিয়েছি। (নিকট গমন করতঃ শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান) আহা, এমন সুখে নিদ্রা যাচ্চে, এ নিদ্রা ভঙ্গ করিলে মহাপাতক হয়। আমার সুর কত কষ্ট পেয়েছে, উদরান্নের জন্য কত ক্লেশ পাচ্চে, চাকর চাকরাণী না থাকাতে নিজে দাসীর কাজ পর্য্যন্ত করছে, এ সকল মনে পড়লে আর জ্ঞান থাকে না। কত বড় লোকের বউ, আমার স্ত্রী হয়ে এতদূর দুঃখে পড়বে, এ স্বপ্নের অগোচর। আমি শত শত লোককে অন্নদান করেছি, আমার অন্নে কত লোক প্রতিপালিত হয়েছে; আজ কি না আমার স্ত্রী অন্নাভাবে মারা পড়তে বসেছে। বিরাজ কি না আমার বেশ্যা, সে আমার ধনে বড় মানুষ হয়ে গেল, দশ পোনেরো জন দাস দাসী নিযুক্ত রেখে পালঙ্গ থেকে নিচে পায় দেয়

না। আর আমার বিবাহিতা স্ত্রী কি না নিজে দাস্য বৃত্তি করচে, এও আমাকে দেখতে হলো। জগদীশ, আমাকে—জেলে মেরে ফেল্লে না কেন? তা হলে তো আমাকে আজ এ সকল দেখ্‌তে হতো না। (প্রকাশ্যে) সুরবালা উঠ, আমি এসেছি। আমার সঙ্গে দুটো কথা কহ, তারপর আ-বার সুখে নিদ্রা যাইও এখন। এই যে আমি যে পত্র খানি লিখেছিলেম, সে খানি সুরর বক্ষস্থলে রয়েছে এই বেলা তুলে নিই (গ্রহণ) এ পত্র খানি ছিঁড়ে ফেলি। আমি যে শক্ত শক্ত কথা গুল লিখেছিলাম তাইতে বুঝি সুর আজ আমার সঙ্গে কথা কহিবে না, রাগ করেছে। তা ভাই; গলায় কাপড় দিয়ে বলছি আমার উপর আর রাগ কর না। না বুঝতে পেরে লিখেছিলাম। (উচ্চৈস্বরে) সুরবাল, উঠ, আমার উপর কত ক্ষণ রাগ করে থাক্‌বে? আমি তোমার কাছে অনেক বিষয়ে অপরাধী বটে, তা বলে কি একেবারে ত্যজ্য? তা আমাকে যদি ত্যাগ করতেই হয়, তা উঠে বল যে আমি তোমাকে চাই না; আমি এখনই বাটি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমার ঘাট হয়েছে আমাকে মাপ কর। যদি আমাকে পায়ে ধরতে বল তাতেও আমি রাজি আছি। (পদযুগল ধারণ) একি বিছানায় রক্ত কিসের? অ্যাঁ! এই যে সুরবালার কাপড় রক্তে ভেসে গিয়েছে! (হস্ত ও বক্ষস্থল দেখিয়া) এমন কাজ কে করলে? (চিৎকারস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) হা ভগবান, আমাকে আজ এই দেখতে হল? শূন্য বাড়ী পেয়ে কোন্ দুরাত্মা আজ আমার এ সর্ব্বনাশ করে গিয়েছে। রে দুরাত্মা তুই যদি এ খানে থাকিস, তো আয়। এসে আমাকেও বধ করে যা। আ-

মার সুরবালা যেখানে গিয়েছে, আমিও সেই খানে যাই।
—রে পাপিষ্ঠ, আমার প্রাণ পুত্তলিকাকে হত্যা করে লুক্কাইয়া রয়েছ। ভয় নাই—ভয় নাই—আমি তোমাকে হত্যা করব না, আমি তোমাকে পুলিসের হস্তে দিব না, যে কেহ তুমি হও, আমার কাছে এস—আমি অভয় দান করিতেছি। আমার বন্ধু হও হলে, আমার শত্রু হও হলে; আমি যে কালে একবার অভয় দান করেছি, সেকালে তুমি অবধ্য। সুরর মুখের উপর পড়িয়া) প্রাণেশ্বরী, হৃদয়েশ্বরী—আমাকে বল কে তোমার এরূপ করলে, আমি তাহাকে এখনি পাপের প্রতিশোধ দিব। (বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া) আহা, প্রিয়ে বল্লে না। (ক্রন্দন) না, অন্য কেহ তোমাকে হত্যা করে নাই, তুমি তো কাহার অনিষ্ট কর নাই, তুমি তো ইহ জীবনে কাহার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ কর নাই। এই যে তোমার হস্তেই ছুরি রয়েছে। ও হো বুঝেছি, আমি যে পত্র নিষ্ঠুর পত্র খানি তোমাকে লিখিছিলেম, তাই পড়েই তুমি এরূপ কাজ করেছ। তবে আমিই তোমার হন্তা—আমাকে উচিত শাস্তি দাও। প্রিয়ে তুমি আর এক দিন অপেক্ষা করতে পারলে না? আমাকে কেন তুমি স্বহস্তে হত্যা করলে না, তা হলে তো তোমার রাগ পড়তো। তুমি এরূপ আত্ম হত্যা করে কেন আমাকে শোকে অধীর করলে? জগদীশ, আমি মহা পাপী। আমার পাপের সীমা পরিসীমা নাই; ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি আমাকে বলে দিন? স্ত্রী হত্যার প্রায়শ্চিত্ত জীবনদণ্ড অপেক্ষা যদি কিছু গুরু দণ্ড থাকে, আমাকে আজ্ঞা করুন আমি প্রস্তুত আছি। প্রিয়ে, আমার জেলই তোমার মৃত্যুর কারণ

হলো, আমি যদি জেলে না যেঁতেম তা হলো কখনই তোমার এ দশা ঘটতো না। সুরবালা, তুমি যে ছুরিকাতে আত্ম-হত্যা করেছ, আমিও আজ সেই ছুরিকা দ্বারা প্রাণত্যাগ করবো। জগদীশ্বর তুমি সাক্ষী—আমার পাপের প্রতিফল তুমি দিও। সুরবালা, আমি চল্লুম, চল্লুম, চল্লুম
(ছুরিকাঘাত পতন ও মৃত্যু)

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

Printed by J N ROY at the Samachar Chundrika Press.